বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

মণিপুরী জনগোষ্ঠী



বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

মণিপুরী জনগোষ্ঠী

থৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

খৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

মণিপুরী জনগোষ্ঠী

খৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

প্রকাশক



এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (একডো)
১৭, উর্মি (২য় তলা) পশ্চিম শিবগঞ্জ, সিলেট, বাংলাদেশ
E-mail: lakshmikanta singh@yahoo com

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৯

প্রচ্ছদ
এন যোগেশ্বর অপু

মুদ্রণ
রিমন কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
৪১-রাজা ম্যানশন (৩য় তলা)
জিন্দাবাজার, সিলেট
মোবা ০১৭১২০০৩৭২৪৮

মূল্য
৩৫ ০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় মা ও বাবাকে

লেখকের কথা

বাংলাদেশে বসবাসরত অসংখ্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরী জনগোষ্ঠী অন্যতম। তাদের অতীত ঐতিহ্য বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ ও গৌবরোজ্জ্বল হলেও বর্তমানে এ দেশের প্রেক্ষাপটে মণিপুরীরা ক্রান্তিকাল অতিক্রান্ত করছে। আমরা জানি, বর্তমানে পৃথিবী থেকে অনেক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ঠিক কতটি নৃতাত্ত্বিক, আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত বা হারিয়ে গেছে তার সঠিক হিসাব না থাকলেও এ বিলুপ্তির প্রক্রিয়া যে এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে এ বিষয়ে নিশ্চিত। আমি নিজে একজন মণিপুরী জনগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে এ জনগোষ্ঠীকে কিভাবে এ ধরনের বিলুপ্তির প্রক্রিয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং সে জন্য আমাদের সমাজে বর্তমান বিরাজমান কিছু সামাজিক সংকট আত্মসমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আমি কখনো নিজেকে এখানে উপস্থাপিত সমাজের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাগুলোর উর্ধ্বে বা নিজেকে এখান থেকে দায়মুক্ত বলে মনে করি না। এ লেখার মাধ্যমে আমি মণিপুরী সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাসমুহ সমাজের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ এবং বিশেষ করে তরুণ সমাজের নিকট তুলে ধরে এ নিয়ে একটা আলোচনা বা চিন্তার খোরাক যোগানোর প্রয়াস থেকেই আমার এ লেখা। 'এ ধরনের লেখালেখির সাথে পূর্বে আমার কোন ধরনের সম্পৃক্ততা না থাকলেও নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধ এবং নিজ দায়িত্ববোধই এ লেখার প্রতি আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি মনে করি পাঠক সমাজ আমার এ লেখাটি পড়ে এখানে অগোছালোভাবে উপস্থাপিত বিষয়সমুহ পাঠকদের মধ্য থেকে যে কেউ আরো সুন্দর এবং সুনিপুণ লেখনির মাধ্যমে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে এ সমাজের বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাগুলোর বিষয়ে সুস্থ দিক নির্দেশনা প্রদান করলেই আমার এ লেখা সার্থক হবে। উল্লেখ্য যে, আমার এ লেখায় আমি বিভিন্ন বিষয়ে কিছু বিষয়ভিত্তিক কেস স্টাডি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এখানে নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আঘাত করার উদ্দেশ্যে কোন বিষয় উপস্থাপন করা হয়নি। এগুলো কাল্পনিক একটি চিত্র মাত্র। তাই এ সকল কেস স্টাডিতে উল্লেখিত ঘটনা ও নাম কারো সাথে মিলে গেলে এটি একটি কাকতালীয় মিল বলে গণ্য করা হবে। আমার এই লেখাটি মণিপুরী ভাষায় ভাষান্তরিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন আমার অগ্রজ মণিপুরী কবি ও লেখক খোইবোম ইন্দ্রজিৎ সিংহ। তিনি বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ এর জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁর মণিপুরী ভাষায় লেখা গল্পগ্রন্থ *'মচু নাইবা মঙ'* এবং কাব্যগ্রন্থ *'ইন্নাফি'* বাংলাদেশ এবং মণিপুরের মণিপুরী ভাষাভাষীদের নিকট বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিব্যাংকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। পারিবারিক জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের গর্বিত পিতা। তার ছেলে খোইরোম

লেইশেম বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরীদের মধ্যে প্রথম বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে সাব-ল্যাফটেনেন্ট হিসেবে কর্মরত। মেয়ে খোইরোম লিক্‌লা একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। স্ত্রী চন্দ্র কলা দেবী একজন সু-গৃহিনী এবং তার সকল কাজে অনুপ্রেরণা যুগিযে যাচ্ছেন।

তাছাড়া আমাব এ লেখায় যারা অনুপ্রেরণা যুগিযেছে তারা হচ্ছে বন্ধু প্রতীম মণিপুরী কবি ও লেখক এন যোগেশ্বর অপু, শেরাম নিরঞ্জন সিংহ ও শেরাম অঞ্জন সিংহ এবং কম্পোজসহ অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেছে সহকর্মী নোংপকলৈ সিনহা। আমি তাদেব সবার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধন্যবাদসহ

থৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

E-mail: lakshmikanta singh@yahoo com

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ আযতনেব দিক দিযে একটি ছোট্ট দেশ। আযতনে ছোট হলেও নানা ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদাযেব সম্মিলিত বসবাসেব কাবণে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ বিশ্বেব অন্যতম বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। এখানে মূল স্রোতধাবাব বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীব পাশপাশি বযেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীব বসবাস। যাবা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নামে সমধিক পবিচিত। বাংলাদেশে বসবাসবত এ সকল নৃতাত্ত্বিক বা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীব মধ্যে চাকমা, মাবমা, গাবো, হাজং, ত্রিপুবা, মণিপুবী, খাসি ও পাত্র ইত্যাদিব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধাবনা কবা হয, বর্তমানে বাংলাদেশে এ সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীব সংখ্যা ৪৫ এব মতো। যদিও এব প্রকৃত হিসাব নিযে সবকাবি ও বেসবকাবি পর্যাযে এখনো নির্ভবযোগ্য কোন সঠিক তথ্য নেই। বাংলাদেশেব সিলেট অঞ্চলে বসবাসবত নৃতাত্ত্বিক/আদিবাসী জনগোষ্ঠীব মধ্যে খাসি, মণিপুবী, পাত্র, গাবো, হাজং, ত্রিপুবা, ওঁবাও ও বিভিন্ন চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিলেট অঞ্চলে বসবাসবত এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীব মধ্যে মণিপুবী একটি সুপবিচিত জনগোষ্ঠী। জনসংখ্যাব বিবেচনায এ জনগোষ্ঠী খুব একটা বেশি না হলেও তাদেব দীর্ঘদিনেব সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যেব কাবণে তাবা শুধু বাংলাদেশে নয সমগ্র ভাবত উপমহাদেশে বেশ সুপবিচিত। এ জনগোষ্ঠীব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও তাদেব কিছু নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেব কাবণে অপবাপব জনগোষ্ঠীব অধিকাংশই মণিপুবীদেব আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য বিষযে একটি স্বাবলম্বী জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে কবেন। ফলে অপবাপব জনগোষ্ঠী এমনকি মণিপুবীদেব মধ্যে অনেকে নিজেদেব প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অহেতুক একটা উচ্চ ধাবণা পোষণ কবে থাকেন। যা কোন কোন ক্ষেত্রে এ জনগোষ্ঠীব প্রকৃত উন্নযনেব জন্য বিভিন্ন উন্নযনমূখী পদক্ষেপ গ্রহণে অন্তবায সৃষ্টি কবছে। বাস্তবতাব নিবীখে এ লেখাব মাধ্যমে মণিপুবী জনগোষ্ঠীব প্রকৃত অবস্থা সম্মানিত পাঠকদেব নিকট তুলে ধবাব চেষ্টা কবছি। এ বিষযে আমাব উপস্থাপিত বক্তব্যেব সাথে অনেকেই দ্বি-মত পোষণ কবাতে পাবেন। তবে এখানে উপস্থাপিত সকল বিষয আমাব ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাব আলোকে উপস্থাপনেব চেষ্টা কবেছি মাত্র।

মণিপুরীদের মধ্যে বর্তমান শিক্ষা ও ভিন্ন কিছু প্রেক্ষাপট

সাবাবিশ্বেব একটি সাধাবণ চিত্র হচ্ছে আদিবাসীবা মূল স্রোতধাবাব জনগোষ্ঠীব চেযে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পিছিযে থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে যা খুবই স্বাভাবিক একটি চিত্র। বাংলাদেশে বসবাসবত অন্যান্য সকল আদিবাসীদেব ক্ষেত্রে এ বিষযে প্রায একই চিত্র দেখা গেলেও মণিপুবী আদিবাসী জনগোষ্ঠীব বিষযটি এখানে একটু ভিন্ন। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয গড স্বাক্ষবতাব হাব ৬৫% (যদিও এ হাব নিযে সবকাবী ও বেসবকাবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব বিভিন্ন ধবনেব পরিসংখ্যান রযেছে) সেখানে মণিপুবী জনগোষ্ঠীব স্বাক্ষবতাব হাব ৯০% এব উপবে। যা বর্তমান বাংলাদেশেব জাতীয গড স্বাক্ষবতাব হাবেব তুলনায অনেক বেশি। একটি পিছিযে পডা জনগোষ্ঠী হওযা সত্ত্বেও যেখানে তাদেব স্বাক্ষবতাব হাব গড জাতীয সাক্ষবতার হাবেব চেযে এগিযে থাকায সে জনগোষ্ঠীব বিভিন্ন সমস্যা এবং তাদেব মধ্যে উন্নযনেব যথেষ্ট সুযোগ সুবিধাব যে অভাব বযেছে সেটা যে কারো পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে। তাছাডা মণিপুবী সংস্কৃতি একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। জনসংখ্যাব

বিচাবে একটি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হযেও মণিপুবী সংস্কৃতি বর্তমানে শুধু বাংলাদেশে নয গোটা ভারত উপমহাদেশে অতীতকাল থেকেই তার একটি সম্মানজনক অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হযেছে। যা অন্যান্য কোন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক/ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বেলায তেমনটি দেখা যায না। কাবণ এ উপমহাদেশের সংস্কৃতিবোদ্ধাগণ মণিপুবী সংস্কৃতিকে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি হিসেবে আজ থেকে অনেক বছর আগে থেকেই স্বীকৃতি দিযে আসছেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই এতো কিছুর পবও এ জনগোষ্ঠীব লোকজন আজ খুব একটা ভাল নেই। প্রকৃত অবস্থা এব অনেকটা উল্টো। মণিপুবী জনগোষ্ঠীব গড স্বাক্ষবতাব হাব জাতীয হাবের তুলনায অনেক বেশি হলেও উচ্চশিক্ষাব হাব এখনো অনেক কম। বিগত প্রায অর্ধদশক থেকে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চশিক্ষাব হাব ক্রমান্বযে কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ্য কবা গেলেও সঠিক এবং গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা গ্রহণকাবীব সংখ্যা এখনো প্রত্যাশাব তুলনায অনেক কম। তবে আশার কথা, বর্তমান তরুণ/তরুণীদেব মধ্যে উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবাব পাশপাশি গুণগতমানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষায শিক্ষিত লোকেব সংখ্যাও ক্রমান্বযে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণেব ক্ষেত্রে শহব ও গ্রামে বসবাসরত মণিপুবী মহিলা ও পুরুষেব মধ্যে কিছুটা ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলে বসবাসবত মণিপুরীদেব মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকাবী পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার নিযে সঠিক কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও মনে করা হয এ ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের আনুপাতিক হাবে খুব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবধান নেই। অপরদিকে মণিপুরী অধ্যুষিত দেশেব একমাত্র বিভাগীয শহর সিলেটে বসবাসবত মণিপুরী জনগোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যে এখনো উচ্চ শিক্ষা গ্রহণেব হার আশাব্যঞ্জক নয। বর্তমানে সিলেট শহরে মণিপুবী মহিলাদেব উচ্চশিক্ষা গ্রহণেব হাব পুরুষেব চেযে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উদাহবণস্বরূপ বর্তমানে সিলেট শহবে মোট ৬ জন মণিপুবী শিক্ষার্থী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখাপডা কবছে এব মধ্যে মহিলা শিক্ষার্থীব সংখ্যা ৪ জন ও পুরুষ ২ জন। অন্যদিকে বর্তমানে সিলেট শহবে মণিপুবীদেব মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকাবীব সংখ্যা ২৬ জন। এর মধ্যে মহিলা ১৮ জন এবং পুরুষ মাত্র ৮ জন। এটি পুরুষেব চেযে মহিলাবা সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে ক্রমান্বযে এগিয়ে যাবার একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র এবং নাবী-পুরুষেব মধ্যে শিক্ষাব এ ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেযে চলেছে। ফলে বর্তমানে মেডিকেলসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী মণিপুরী মহিলাদেব মধ্যে ভবিষ্যতে তাদেব শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে পারিবাবিক জীবনে তাদেব সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র পাওযা যাবে কিনা এ নিযে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগছেন। কাবণ বর্তমানে স্কুলেব গন্ডি সমাপ্ত করতে পারেনি এমন অনেক ছেলেদেব সাথে অনেক অভিভাবককে তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বা অধিক শিক্ষিত মেযেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিযে দিতে হচ্ছে।

কেস স্টাডি-(১)

নুংশিতম্বী (ছদ্ম নাম) সিলেট শহবে সাধারণ মণিপুবী পরিবারে জন্ম নেয়া একটি মেয়ে। ছোটবেলা থেকে সে খুব শান্ত শিষ্ট এবং লেখাপড়ায তাব যথেষ্ট ঝোক ছিল। দরিদ্র পবিবাবে জন্মগ্রহণ করা এবং শৈশবে বাবা মারা গেলেও নিজের একক প্রচেষ্টায একসময স্নাতক ডিগ্রী অর্জন কবতে সক্ষম হয। তাব মাযেব স্বপ্ন ছিল দরিদ্র এবং স্বামী না

থাকাসত্ত্বেও মেযে যেহেতু শিক্ষিত হযে উঠছে তাই তিনি মেযেকে নিশ্চযই একটি ভাল পাত্রেব হাতে তুলে দিযে নিশ্চিন্ত হতে পাববেন। মেযে লেখাপডা সমাপ্ত করার পব কিছু দিন বেকার থাকলেও পরে একটি সরকাবী চাকুরীতে যোগদান কবে। কিন্তু দারিদ্রতা, গাযের রং শ্যামলা থাকাব কাবণে শৈশবে পিতা হাবানো এই মেযেব মা মেযের বিযে নিযে চিন্তা ভাবনা শুরু কবেন। অন্যদিকে প্রতিবেশি এবং তাব নিকটজনেবাও মেযের গাযের বং একটু শ্যামলা বলে মেযের বিযেব বিষযে তেমন বাছবিচার না কবাব পরামর্শ দেন। নিরক্ষর মাও প্রতিবেশিব এ সকল কথায মেযেব বিযে নিযে বেশ দুশ্চিন্তায পড়ে পববর্তীতে ঐ মেযেকে তাডাহুড়ো করে পাত্র হিসেবে বিদ্যালযেব গন্ডি না পেবোনো একটা ছেলেব হাতে তুলে দেন।

এখানে অনেকেব মনে প্রশ্ন জাগতে পাবে পারিবাবিক জীবনে পুরুষবা তাদেব স্ত্রীদেব তুলনায অধিক শিক্ষিত হলে কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু মহিলাবা পুরুষেব চেযে বেশি শিক্ষিত হলে দোষেব কি? এ বিষযে আমাব বক্তব্য হচ্ছে, মণিপুবী সমাজ ব্যবস্থা বাঙালীদের মতই পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হওযার কাবণে এখানে পাবিবাবিক বা সামাজিক কোন বিষযে সিদ্ধান্ত গ্রহণেব ক্ষেত্রে নাবীদেব ভূমিকা খুবই গৌণ। তাই একটি পরিবারে পুরুষেব চেযে মহিলা অধিক যোগ্য ও শিক্ষিত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণেব ক্ষেত্রে তার ভূমিকা এখনো নগণ্য। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযাযি শিক্ষিত মহিলাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেব সেই শিক্ষাকে পাবিবাবিক জীবনে নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয। বিষযটি সবাইকে খুবই গুরুত্ব সহকাবে বিবেচনা কবা উচিত বলে আমি মনে কবি। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাবী-পুরুষের এ ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে খাটো করে দেখাব কোন সুযোগ নেই। বিষযটি বিশেষ কবে বাংলাদেশে বসবাসবত মণিপুবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং আগামীতে মণিপুবী জনগোষ্ঠীব পবিচিতি ও অস্তিত্বেব সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জডিত। এ বিষযে কবণীয সম্পর্কে আমাদেব বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণ এখনই উদ্যোগী না হলে এব ভবিষ্যত পবিণাম কি হতে পাবে তাব কিছু কিছু আলামত আমবা অনেকে ইতোমধ্যে কম-বেশি অনুধাবন করতে শুরু করেছি। বিষযটি নিযে সকলকে যার যাব অবস্থান থেকে এখনই ভাবতে হবে। ভাবতে হবে নাবীব পাশপাশি কিভাবে পুরুষদেব উচ্চ শিক্ষায শিক্ষিত করে মহিলাদের ভবিষ্যত সু-সম পাবিবাবিক জীবন সুনিশ্চিত কবা যায। শিক্ষিত এবং যোগ্য মহিলাদের সামাজিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিযার সাথে সম্পৃক্ত কবাও খুবই জরুরী। এটি এখন সমযেব দাবি। আমরা জানি বিখ্যাত সম্রাট নেপোলিওন বলেছিলেন- 'Give me a good mother I will give you a good nation' সম্রাট নেপোলিওনেব সেই কাংক্ষিত স্বপ্ন অনুযাযী বর্তমানে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক ঘরে ঘবে ভাল মা'র জন্ম হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা তাদের জন্য একটি ভাল ক্ষেত্র বা জাযগা তৈরী কবে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। মণিপুরী সমাজে বর্তমান জেগে উঠা এ সকল নারীদের একটি যথাযথ অবস্থান তৈরী করা সম্ভব হলে আগামী এক দশকে এ দেশে মণিপুরী জনগোষ্ঠীকে একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিযে যাওযা যেমন সম্ভব তেমনি বর্তমানে বিরাজমান সমস্যাসমুহ থেকে এ জনগোষ্ঠীর উত্তরণ ঘটাতে ব্যর্থ হলে এর বিপরীত ফল ভোগ করার জন্যও নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, অতীতে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী

বর্তমানে একটি ক্রান্তিলগ্নে প্রবেশ করছে। সবাইকে এ ক্রান্তিলগ্ন সুষ্ঠুভাবে অতিক্রমের জন্য নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা ও মনন দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। অন্যথায় এ দেশ থেকে এ জনগোষ্ঠীর পরিচিতি ও অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হবার সমুহ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মণিপুরী নেতৃত্বের ধরন, বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

পৃথিবীতে বসবাসরত প্রায় সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাধারণতঃ এক বা একাধিক ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব সামাজিক কাঠামো (Traditional Social Structure - TSS) থাকে। যার মাধ্যমে নিজ নিজ সমাজের প্রায় সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি সমাধান করা হয়ে থাকে। মণিপুরী আদিবাসী জনগোষ্ঠীরও এ ধরনের একটি নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামো রয়েছে। *'লৈপাক'* মণিপুরী জনগোষ্ঠীর এ ধরনের একটি সর্বোচ্চ সামাজিক কাঠামোর নাম। তবে এলাকা বিশেষে এই নামে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও সমাজে তাদের মূল ভূমিকা বা দায়িত্ব প্রায় একই ধরনের। মণিপুরী সমাজে এ সামাজিক কাঠামোর মূল কাজ হচ্ছে সমাজের নানাবিধ বিরোধ মীমাংসা করা। সুদূর অতীতকাল থেকেই এ সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে মণিপুরীদের অধিকাংশ সমস্যা নিষ্পত্তি হয়ে আসলেও বিগত প্রায় এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে সমাজে তা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই- কালের বিবর্তনে এবং বর্তমান বিভিন্ন সামাজিক পট পরিবর্তনের কারণে মণিপুরী সমাজের এই *লৈপাক'* এর গুরুত্ব বা গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এর পেছনে যেসকল কারণগুলো কাজ করছে যেসগুলো হলো - এই প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর কোন রাষ্ট্রীয় আইনগত ভিত্তি (State Recognition) না থাকা, যারা এর নেতৃত্বে রয়েছেন তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ, অনেকের উপযুক্ত যোগ্যতা ও সততার অভাব এবং সর্বোপরী দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাবে ভুল এবং পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও *লৈপাক* সম্পর্কে সাধারণ মানুষের পূর্ণ ধারণার অভাব ইত্যাদি। ফলে পুরো মণিপুরী সমাজ বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় একটি ভয়ানক অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারণ এখন পর্যন্ত এই সামাজিক কাঠামোর কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকায় তাদের গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তারা সমাজের কাউকে বাধ্য করতে পারেন না। এটি হচ্ছে এই সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে দূর্বল দিক। বর্তমান *লৈপাক* কোন বিষয়ে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমাজের কাউকে আইনগতভাবে মানতে বাধ্য করতে না পারার কারণে এখন প্রায়শ ই *লৈপাক* কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পরবর্তীতে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে লোকজন বিভক্তি হয়ে *লৈপাক* কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। তাই বর্তমান *লৈপাক* এর পক্ষে এখন আর পূর্বের ন্যায় সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি বিরোধী কোন বিষয়ে সামাজিক শৃংখলা আনয়নের ক্ষেত্রে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেনা। মণিপুরী সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক কাঠামো *লৈপাক* এর এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তি বিশেষের কিছু সমাজ বহির্ভূত কার্যাবলিকে এই *লৈপাক* থেকে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য বহুমূখী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার কিছু কিছু অধিক গুরুতর বিষয়গুলোর জন্য তারা খুব সতর্কতার সাথে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে *লৈপাক* এর গতিবিধি এবং সাধারণ

মণিপুবী জনগোষ্ঠীর মতামত পর্যবেক্ষণ কবছে। তাদেব এই অপতৎপবতার ফলে মাঝে মধ্যে সমাজের প্রথা ও রীতি নীতি বিবোধী কাজ কবেও অনেকে পার পেযে যাচ্ছে। ফলে মণিপুবীদের এই সামাজিক কাঠামো বর্তমানে দিন দিন দুর্বল হযে পডছে। অন্যদিকে এই স্বার্থান্বেষী মহল এলাকাব প্রভাবশালী লোকদেব (*লৈপাক* এর সাথে সংশ্লিষ্টদেব) আত্মীযতাব দোহাই দিযে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদানেব মাধ্যমে নিজেদেব আযত্বে নিযে যাবাব চেষ্টা চালিযে যাচ্ছে। এ মণিপুবী জাতি এবং সমাজকে যাবা মনে প্রাণে ভালবাসেন তাদেবকে এই স্বার্থান্বেষী মহলেব এ সকল হীন প্রচেষ্টাব বিরুদ্ধে সচেতন থাকা এবং এদেব বিরুদ্ধে রুখে দাঁডানোব এখনই সময। এটি নিঃসন্দেহে এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অশনি সংকেত।

তাই এ জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যতে নিজেদেব অস্তিত্ব টিকিযে বাখতে হলে অবশ্যই এই জনগোষ্ঠীব বর্তমান সামাজিক কাঠামো *লৈপাককে* আবো অনেক বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে বর্তমান স্বার্থান্বেষী মহল মণিপুবীদেব দীর্ঘদিনেব শ্রদ্ধার জাযগা এবং ঐক্যেব প্রতীক এই ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামো *লৈপাককে* তাদেব ক্রীডানকে পবিণত কবতে না পাবে। তবে সমযেব তাগিদে হযতো এই *লৈপাক* এব কিছুটা পবিবর্তনের প্রযোজন হতে পাবে। মনে বাখতে হবে মণিপুবী জনগোষ্ঠীব এই বর্তমান সামাজিক কাঠামো অনেক পুবনো বীতিনীতিব দ্বাবা পবিচালিত। তাই প্রাচীন এ সামাজিক কাঠামোকে যত দ্রুত বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযাযি পূণর্গঠন কবে শক্তিশালী কবা সম্ভব হবে ততোই এ জনগোষ্ঠীব জন্য মঙ্গল। পাশাপাশি মণিপুবীদেব সামাজিক কাঠামো *লৈপাক* এবং এব দ্বাবা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে একটি আইনগত ভিত্তি প্রদানেব জন্য প্রযোজনীয উদ্যোগ গ্রহণ কবা খুবই জরুবী। সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজেদেব সকল প্রকাব সংকীর্ণ মনোভাব পবিহাব কবে, অতীতেব ন্যায এ জনগোষ্ঠীব ঐক্য নিশ্চিত কবাব জন্য এ কাজে এগিযে আসা অত্যন্ত জরুবী। এ জনগোষ্ঠীব সবাইকে উপলব্ধি কবতে হবে, যে বিষযটি আজ নিজেদেব অস্তিত্বেব জন্য অপবিহার্য তা নিযে বাজনীতি কবাব কোন সুযোগ নেই।

আমাব ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে মনে কবি পূর্বে মণিপুবী সমাজে মেধাবী ও অধিকতব যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেব অভাব হলেও এলাকা ভিত্তিক অনেক প্রভাবশালী এবং যোগ্য ব্যক্তিত্ববান লোক ছিল। যাবা সমাজেব বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদেব ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা দিযে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছেন। আজ মণিপুবী সমাজে এ ধবনের ব্যক্তিত্ববান লোক আব খুব একটা দেখা যাযনা। কাবণ এসকল লোক তাদেব ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা দিযে বিভিন্ন সংকটময মুহূর্তে সমাজকে নেতৃত্ব দিযে গেলেও তাবা সমাজেব জন্য কোন নতুন নেতৃত্ব তৈবী কবে দিযে যেতে পাবেননি। তাই মণিপুবী জনগোষ্ঠীব মধ্যে এখনো সঠিক কোন নেতৃত্ব গডে উঠেনি বা গড়ে উঠতে দেযা হযনি।

অন্তর্মুখী সহজাত বৈশিষ্ট্য পৃথিবীব প্রায সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীব অংশ হিসেবে মণিপুরী জনগোষ্ঠীও কিছুতেই এ সহজাত বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে নয। বরঞ্চ মাঝে মধ্যে আদিবাসীদের এ সহজাত বৈশিষ্ট্য মণিপুবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরো বেশি তীব্র ও প্রকট আকারে লক্ষ্য কবা যায। হযতো আমার এ মতেব সাথে অনেকেই দ্বি-মত পোষণ কববেন। এ জনগোষ্ঠীর বর্তমান নেতৃবৃন্দ এ জনগোষ্ঠীকে সামনে এগিযে নিযে যাবার জন্য সমযে সমযে অনেক কাজ

কবে যাচ্ছেন। শ্রম দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। কিন্তু তাদেব দূবদর্শীতা এবং সঠিক কর্মকৌশলেব অভাবে এ জনগোষ্ঠী এখনো তাদেব কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি এমনকি সে পথেব যাত্রা এখনো শুরু কবতে পাবেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্য এবং অদূবদর্শী নেতৃত্বেব কাবণে এ জনগোষ্ঠীব বর্তমান এ বহুমূখী সংকটেব সূত্রপাত। আমাব জানামতে মণিপুবী জনগোষ্ঠীব উন্নযনে কর্মবত কোন সামাজিক সংগঠন তাদের বিবাজমান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানেব জন্য সবকাবেব উচ্চ পর্যাযেব নীতি নির্ধাবণ মহলেব সাথে এখনো কোন বৈঠক বা এ নিযে কোন মতবিনিময সভাব আযোজন কবে কোন উল্লেখযোগ্য দাবি উত্থাপন কবে নি। এমনকি অনেকে এর *প্রযোজনীযতা এখনো অনুভব কবেনি। এটি বর্তমান সংগঠনগুলোব সাংগঠনিক* দুর্বলতাব একটি বৈশিষ্ট্য। এ জনগোষ্ঠীব সার্বিক উন্নযন নিশ্চিত কবতে হলে সবকাবের সহযোগিতাব কোন বিকল্প নেই। অথচ এ কাজগুলো কবাব জন্য সব সবকাবের সমযই এ জনগোষ্ঠীব অনুকুল পবিবেশ ছিল এবং এখনো আছে। শুধুমাত্র সঠিক উদ্যোগেব অভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কবা হযনি। তাই কিছু কিছু সাফল্যেব জন্য বর্তমান নেতৃবৃন্দ যেমন ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা পাবাব যোগ্য, তেমনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে জন্ম নেওযা বিভিন্ন সামাজিক সংকটেব দাযভাবও তাবা এডাতে পাবেন না। নিজেদেব অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থকে কেন্দ্র কবে অনেক নেতৃবৃন্দ অতীতে এবং বর্তমানে সমাজে নানা *ধবনেব বিভেদ সৃষ্টি কবেছে এবং কবছে। অনেক সময তাবা তাদেব ব্যর্থতাকে ঢাকতে* এবং তাদেব নেতৃত্ব পাকাপোক্ত কবাব জন্য এ জনগোষ্ঠীব নিজস্ব প্রচলিত স্থানীয সমাজ ব্যবস্থাব বাইবে বিভিন্ন শক্তিব উৎসেব সমর্থন ও সহযোগিতা কাজে লাগিযে বর্তমান আধুনিক শিক্ষায শিক্ষিত নতুন প্রজন্মেব সহজ সবল মেধাবী তরুণদেব মগজ ধোলাইযেব মতো কাজও কবা হযেছে এবং হচ্ছে। বিষযটি খুবই উদ্বেগজনক। এ মুহূর্তে অনেক পূর্বে একটি দৈনিকে পডা কযেকটি ইংবেজি বাক্য আমাব মনে পডছে, তা অনেকটা এ ধবনেব (ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী) - Some body can mistake for some days or some body can mistake forevere, even everybody can mistake for some days but everybody cannot mistake forevere *আমি বিশ্বাস কবি, এ জনগোষ্ঠীব বর্তমান প্রজন্মেব মধ্যে সমাজেব জন্য ত্যাগী এবং যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী তরুণ আছে, যাদেবকে কোনকিছুব বিনিমযে* চিবদিনেব জন্য দমিযে বাখা যাবে না। সকল স্বার্থেব উর্ধ্বে উঠে এ প্রচুব সম্ভাবনাময জনগোষ্ঠীকে তাবা একদিন সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানেব মাধ্যমে আলোব পথে এবং সবাব কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিযে যাবে। তবে তাব জন্য নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে চোখ কান খোলা বেখে আবো যোগ্যতা অর্জনেব মধ্য দিযে নিজেব প্রতি, নিজেব কাজের প্রতি অগাধ আস্থা অর্জন কবাব পাশাপাশি এ জনগোষ্ঠীব আস্থাও অর্জন কবতে হবে। *এ জনগোষ্ঠীব সদস্য হযেও যাবা প্রকৃত অর্থে নিজেদেব উন্নতি এবং সামনের দিকে এগিযে চলাকে পছন্দ কবে না, তরুণবা যেন সে সকল ব্যক্তিদের পাতানো ফাঁদে পা না* পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ খেযাল বেখে পথ চলতে হবে। মনে বাখতে হবে, বর্তমান নেতৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা দানে সকল ক্ষেত্রে এখনো ব্যর্থতাব পবিচয দিযে যাচ্ছে।

তারা বর্তমান মেধাবী তরুণদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের জন্য কোন নতুন নেতৃত্ব তৈরীতে আগ্রহী নয়। একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই সমাজকে নেতৃত্বশূণ্য দেখতে চায়। কিন্তু যে কোন জাতির উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভব করে সে জাতির তরুণ এবং মেধাবীদের মেধাকে কত সফলভাবে কাজে লাগানো যায় তার উপর। আবার তরুণদের মেধার উন্মেষ ঘটাতে হলে পুরনো নেতৃত্বকে তাদের ভাল কাজগুলোর জন্য প্রশংসা, উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদান খুবই জরুরী। মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থায যার প্রকৃত প্রচলন এখনো অনুপস্থিত। এটা সবাব জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সুতরাং বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে জাতীয স্বার্থে এবং সবার মঙ্গলের জন্য সামনের দিকে এগিযে নিযে যেতে হলে তাদের ভাল কাজের জন্য এখনই প্রশংসা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। এই সংস্কৃতি নিজেদেব মধ্যে অবিলম্বে এখনই গড়ে তোলা উচিত। আমি একটি বিষয খুবই আস্থার সাথে বলতে চাই, মণিপুবী জনগোষ্ঠীব মধ্যে বিভিন্ন সবকাবী এবং বেসবকাবী সেক্টরে অনেক সুনামেব সাথে কাজ করছে এমন মেধা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেব সংখ্যা এখন আর খুব একটা কম নয। তারা এ জাতিব সম্পদ, এ জনগোষ্ঠীব গর্ব। নিজেদের অস্তিত্ব ও উন্নযনেব স্বার্থে এখনই এসকল মেধাবীদেব সমন্বয ঘটানো খুবই প্রযোজন এবং অপরিহার্য।

মণিপুরী প্রবীনদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কিছু প্রেক্ষাপট

পুকুর ভরা মাছ, গোযাল ভরা গরু, গোলা ভবা ধান। এই প্রবাদটি অতীতে বাংলার অপরাপর জনগোষ্ঠীর ন্যায মণিপুরী জনগোষ্ঠীর প্রায প্রতিটি পবিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ প্রবাদটি আজ অনেকটা ফ্যাঁকাসে হয়ে যাচ্ছে। আজকাল পুকুব ভবা মাছতো দূরের কথা, মাসে অনেকে তাদের খাবাব প্লেটে এক টুকরো বড় মাছের টুকবো পাওযা অনেকটা স্বপ্নের মতো একটা বিষয হযে দাড়িযেছে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে ভাগ্যে যাও জুটে তাতেও যে মানবজীবনেব ক্ষতিসাধনকারী ফরমালিন নামক রাসাযনিক পদার্থ যে নেই তাব নিশ্চযতাই বা কে দেবে' বর্তমানে ভেজালযুক্ত খাবার এ দেশেব একটি প্রধান সমস্যা। এমনকি বর্তমানে মানুষ নামে এক শ্রেণীর অমানুষ জীবন বক্ষাকারী ওষুধেও ব্যাপক আকাবে ভেজাল করতে শুরু করেছে। কিছুদিন পূর্বে দেশের একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিব ভেজাল ওষুধ সেবনের ফলে অল্প কিছুদিনেব ব্যবধানে দেশে ২৮টি নিস্পাপ শিশুর প্রাণহানীর মতো ঘটনাও ঘটেছে। আজকাল খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, পরিবেশে ভেজাল, পানিতে ভেজাল সর্বোপবী মানুষের মনন এবং চেহারাতেও ভেজাল। সর্বত্রই ভেজালের ছড়াছড়ি। আমরা দাবি কবি, বিজ্ঞানেব অগ্রগতির ফলে আমাদের সাধারণ মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ করে মণিপুবী জনগোষ্ঠীব ক্ষেত্রে আমার পর্যবেক্ষণ একটু ভিন্ন। এমনকি আমার এ পর্যবেক্ষণ অপরাপব জনগোষ্ঠীর বেলাযও প্রযোজ্য হতে পারে। আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বর্তমানে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর গড় আয়ু পূর্বের চেয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কারণ আমার ছেলে বেলায় মণিপুরী গ্রামসমুহে ৮০/৯০ বছর বয়সের প্রচুর প্রবীন লোক দেখা যেতো যারা তখনো পরিবারের সাধারণ টুকিটাকি কাজ করার পাশপাশি গ্রামের রাস্তা দিয়ে স্বচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমার বাবার নানীর (ইবেম্বৌ এর) মৃত্যু হয় আমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পর। মৃত্যুকালে তার বয়স ১০২ কি ১০৩ বছর ছিল বলে জানা যায়। আর

আমার নানা মারা যান আমার স্নাতকোত্তব ডিগ্রী সমাপ্ত কবে একটা চাকুবীতে যোগ দিয়ে আমার প্রথম সন্তান জন্মের প্রায দু'বছর পর । তখন তাঁর বযস হযেছিল ৯০ এর কিছু উপবে। আব আমাব আপন দাদু (ইপু) যখন মারা যান তখন আমার ঘরে দু'টো সন্তান। তাবও মৃত্যু হয ৯০ বছবের কিছু উর্ধ্বে। বর্তমানে মণিপুরী পবিবারগুলোতে এমনকি বড় বড় ধর্মীয এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতেও ৭০ বছর বা তাব অধিক বযসেব প্রবীন লোক আব তেমন চোখে পড়ে না। তাছাড়া বিগত প্রায এক দশক ধরে মণিপুবীদেব মধ্যে যাবা বার্ধক্যজনিত বোগে মাবা গেছেন তাদের অধিকাংশের গড বযস কিছুতেই ৬০/৬৫ এব বেশি নয। এ মৃত্যুকালীন বযসের গড ক্রমান্বযে আরো হ্রাস পাচ্ছে। আমাব ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে এব অনেকগুলো কাবণ বযেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাদ্যাভাস পবিবর্তন। মণিপুবীদেব একান্ত নিজস্ব কিছু ঐতিহ্যবাহী খাদ্য উপাদান (Menue) বযেছে যা সাধারণত এ দেশেব মূল স্রোতধারাব লোকদেব নিকট তেমন একটা পরিচিত নয বা তাবা এ সকল খাদ্য উপাদানসমুহ খেতে অভ্যস্ত নয। অথচ সেগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু, পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন বোগ প্রতিবোধেও সহাযক। সে ক্ষেত্রে উদাহবণস্বরুপ মাশরুমেব কথা বলা যায। বর্তমানে খুব বেশি দিন হযনি মাশরুম আমাদেব নিকট স্বাস্থ্যেব জন্য খুবই উপকাবী এবং বোগ প্রতিবোধক একটি খাদ্য উপাদান হিসেবে পবিচিতি লাভ কবেছে। অথচ আজ থেকে বহু বছব আগে থেকেই মণিপুবীবা এই মাশরুম যখন গ্রামাঞ্চলে তাদেব ঐতিহ্যবাহী একটি সুস্বাদু খাবার হিসেবে খেতো তখন প্রতিবেশী বাঙ্গালিরা তাদেব ভাষায এটি শুধু উপজাতিদেব জন্য একটি অখাদ্য খাদ্য উপাদান হিসেবে মনে কবতো। কিন্তু আজ অনেকদিন পর এটি স্বাস্থ্যসম্মত এবং বোগ প্রতিবোধে সহাযক একটি খাদ্য উপাদান হিসেবে সর্বজনেব নিকট স্বীকৃতি লাভ কবেছে। উল্লেখ্য, মণিপুবী জনগোষ্ঠী মূলত তিন ধবনেব মাশরুম খাবার হিসেবে গ্রহণ কবে। সেগুলো হলো, চাকযেন (খড়কুটা থেকে জন্ম নেযা সাধাবণ মাশরুম), চেঙ্গুম (উচু মাটিব টিবিতে বছবের বিশেষ সমযে বিশেষ কবে গ্রীষ্মকালে জন্ম নেযা এক ধবনেব মাশরুম), উ-যেন (গাছে জন্ম নেযা মাশরুম)। তবে প্রথম দু' প্রকাব মাশরুম মণিপুরীদেব নিকট খুবই জনপ্রিয হলেও সর্বশেষ উল্লেখিত মাশরুমটি তেমন একটা খেতে দেখা যাযনা। এগুলো ছাড়াও বর্তমানে দুস্প্রাপ্য আবো অনেক প্রকাব প্রাকৃতিক লতাপাতা মণিপুবী জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকাতে আছে (যেমন, য়েনাম, চারুযেন, চেঙ্গুম, তোনিংখক, লৈখামান, মাযাংবা, ফাকফাই ইত্যাদি) যা আমাদের মানব স্বাস্থ্যেব জন্য খুবই উপকাবী। তাছাড়া মণিপুবীদেব বিশেষভাবে তেল ছাড়া রান্না কবা কতগুলো ম্যানু (Menue) যেমন, উতি, ইবোম্বা, কাংসোয, কাঙ্গি, ঙানম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ সব খাদ্যের প্রকৃত পুষ্টিগুণ এবং এগুলো আমাদের মানব স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু উপকাবী সে বিষযে আবো গভীবভাবে জানাব জন্য আগামীতে আবো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পবীক্ষা-নিরীক্ষার দাবি রাখে। বর্তমানে পবিবেশের নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয ও অন্যান্য মানব সৃষ্ট পবিবেশ দূষণেব প্রভাবে এ সকল উপকাবী প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদানগুলোব অনেকটাই আজ আমাদের চারপাশের পবিবেশ থেকে হারিযে যাচ্ছে। আমাব ধারণা, একদিকে গ্রামে বসবাসরত মণিপুরী জনগোষ্ঠীব লোকজন বর্তমানে এ সকল উপকারী প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদানগুলো খাবাব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে

আধুনিকতার ছোঁযায বর্তমানে বিভিন্ন ভেজালযুক্ত খাবাব গ্রহণেব ফলে তাদের গড আয়ু কমে যাচ্ছে। আবাব শহরে বসবাসবত এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষায শিক্ষিত মণিপুবী তরুণ/তরুণী এবং নতুন প্রজন্ম তাদেব পূর্বপুরুষদেব ঐতিহ্যবাহী এ সকল মূল্যবান খাদ্য উপাদানগুলোকে নিতান্তই বাজে খাদ্যাভ্যাস হিসেবে মনে কবে এগুলো খেতে সংকোচবোধ কবেন। নিজেদেব এসকল স্বাস্থ্য সহাযক খাবাব উপাদান থেকে তাবা আজ সবে গিযে আধুনিক ফাস্টফুড, মাছ ও মাংস জাতীয (যদিও সামাজিকভাবে মাংস খাওযা স্বীকৃত নয) খাবাবেব দিকে ঝুঁকে পডায তাবাও বর্তমানে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায ভূগছেন।

তাছাড়া মণিপুরীদেব প্রথাগত নিজস্ব কিছু ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি (Method of Indigenous Treatment-MIT) ছিল যা এখনো আংশিকভাবে সমাজে বিদ্যমান তা এক সময মণিপুবী সমাজে খুবই জনপ্রিয ছিল। মণিপুবী জনগোষ্ঠীব প্রায প্রতিটি গ্রামগুলোতে *মাইবা* (পুরুষ কবিবাজ)/*মাইবী* (মহিলা কবিবাজ) নামে এক শ্রেণীব গুণী কবিবাজ থাকতো তাবা নিজস্ব কিছু চিকিৎসা পদ্ধতিব মাধ্যমে (যেমন, খুৎলি পাইবা, খেন যেংবা, চাবান থবা, উ-শিন তৌবা ইত্যাদি) বিভিন্ন বোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেব চিকিৎসা সেবা প্রদান কবতেন। তাবা নাম মাত্র সম্মানীব বিনিমযে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তিব চিকিৎসা সেবায নিযোজিত থাকতো। তাঁবা কোন প্রকাব লোভেব বশবর্তী না হযে তাদেব সম্পূর্ণ নিজ দাযিত্ববোধ থেকে সমাজে অকৃত্রিমভাবে এ দাযিত্ব পালন কবতেন। হযতো মানুষেব অগাধ বিশ্বাস ও সেসকল *মাইবাব* অকৃত্রিম ভালবাসাব মধ্য দিযে চিকিৎসা সেবা প্রদানেব কাবণে তাদেব চিকিৎসায অনেক গুরুতব বোগীদেবও সুস্থ হতে দেখেছি। মণিপুবী সমাজে সেই নিজস্ব পদ্ধতিব চিকিৎসকও আজ প্রায বিলুপ্ত। তবে এখনো হাতে গোনা কযেকজন আছেন যাবা জনসেবাব চেযে নিজেদেব আর্থিক লাভকেই বেশি গুরুত্ব দিযে থাকেন। মণিপুবী জনগোষ্ঠীব লোকজন বিভিন্ন কাবণে এখন এ সকল চিকিৎসা পদ্ধতি ও বর্তমান *মাইবাদেব* আব নির্ভবযোগ্য মনে কবেন না। তাছাড়া বর্তমান সমযে আধুনিক শিক্ষায শিক্ষিত হবাব পব এ প্রজন্মেব অধিকাংশ মণিপুরী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন চাকুবীব সুবাদে নিজ নিজ এলাকাব বাইবে অনেক দূবে কর্মস্থলে তাদেব পবিবাব (স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেযে) নিযে বসবাস কবায বর্তমান প্রবীনবা আব পূর্বেব ন্যায তাদেব বার্ধক্যকালে বিভিন্ন অসুখ বিসুখে তাদেব ছেলে মেযেদেব সান্নিধ্য ও সেবা শশ্রুষা পান না। ফলে সঠিক সমযে সঠিক চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষাব অভাবে অনেক সাধাবণ অসুখ বিসুখেও গ্রামেব বযস্কদেব এখন বিনা চিকিৎসায, অপচিকিৎসায বা অর্ধ-চিকিৎসায মৃত্যুববণ কবতে হচ্ছে। আমাদেব মধ্যে সাধাবণ একটি ধাবণা হচ্ছে, আমাদেব অভিভাবকদের যাদেব বযস ৬০, ৬৫ বা ৭০ এব কোঠায তাদের কাবো শাবিবীক অসুস্থতা দেখা দিলে এটাকে আমবা সাধাবণ বার্ধক্যজনিত অসুস্থ বলে এব তেমন উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাব প্রযোজনীযতা অনুভব কবি না। আবাব অনেকের ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্য না থাকাব কাবণে তাদেব পবিবারেব প্রবীনদের ঠিকমতো চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এ সকল কারণেও বিশেষ কবে গ্রামের অনেক প্রবীন তাদেব নির্দিষ্ট আয়ুব পূর্বেই সঠিক চিকিৎসা না পেযে মাবা যাচ্ছেন। অথচ সাধারণ নিয়ম অনুযাযী বযস্ক বা প্রবীণদেব কোন কিছু হলে তাদেব আরো যত্ন ও গুরুত্ব দিযে চিকিৎসা সেবা দেযা দরকাব।

কেস স্টাডি-২

খাম্বা সিংহ (ছদ্ম নাম) মৌলভীবাজাব জেলাব কমলগঞ্জ (ভানুগাছ) উপজেলাব একটি মণিপুবী গ্রামে বসবাস কবা ৬০ বছব বযসেব একজন বৃদ্ধ। তাব মূল পেশা কৃষি হলেও বযসেব কাবণে সে আব কৃষিকাজ কবতে পাবে না। তাই এই বৃদ্ধ স্ত্রীকে নিযে বাড়ীতেই থাকে। তাব দুই ছেলে ও এক মেযে। প্রথম ছেলে একটি টেকনিক্যাল কাজ নিযে সপবিবাবে শহবে বসবাস কবছে। বড ছেলেব আয বোজগাব খুব একটা ভাল না হলেও পবিবাব নিযে কোন বকম শহবে থাকতে পাবে। তবে তাব এ আয থেকে ভবিষ্যতেব জন্য কোন প্রকাব সঞ্চয কবা সম্ভব হয না। কাবণ তাবও বর্তমানে দুই সন্তান। বৃদ্ধেব দ্বিতীয ছেলে স্নাতক পর্যন্ত লেখাপড়া কবে একটি বেসবকাবী প্রতিষ্ঠানে চাকুবী নিযে সেও সপবিবাবে অন্য আবেকটি শহবে থাকে। তাবও আয বোজগাব খুব একটা ভাল বলা যায না। আব একমাত্র মেযেকে প্রায ২ বছব পূর্বে পাশেব গ্রামে একজন প্রাথমিক বিদ্যালযেব শিক্ষকেব সাথে বিযে দেযা হযেছে। তাদেব সব সন্তানই তাদেব মা বাবাকে নিযে খুব চিন্তা কবে। কিন্তু কাজেব চাপে এবং অনেক সময অর্থাভাবে গ্রামে তাদেব ছেলেদেব খুব একটা আসা হযে উঠে না। মাঝে মধ্যে হাত খবচেব জন্য টাকা পযসাব প্রযোজন হলে ছেলেবা লোক মাবফত মা বাবাব জন্য টাকা পাঠায। তবে নিজেব কিছু জমি থাকায খাবাব নিযে তেমন চিন্তা কবতে হয না। এক দিন খাম্বা তাব তলপেটে ব্যথা অনুভব কবে এবং তাদেব ছেলেবা যখন বাড়ীতে বিভিন্ন ছুটিতে ২/১ দিনেব জন্য আসতো তখন তাদেবকে এই সমস্যাব কথা বলতো। কিন্তু ছেলেবা একদিকে আর্থিক সমস্যা অন্যদিকে বাড়ীতে তাদেব মা একা থাকতে সমস্যা হওযায গ্রামেব একজন চিকিৎসকেব সাথে পবামর্শ কবে ওষুধ খাওযাতো। এভাবে প্রথম প্রথম এ ওষুধে যথেষ্ট কাজ হলেও বছব দেডেক পব আব সে চিকিৎসায কাজ হচ্ছে না দেখে ছোট ছেলে বাবাকে শহবে নিযে এসে একজন ভাল চিকিৎসকেব শবণাপন্ন হন। চিকিৎসক খাম্বাকে খুব মনোযোগ দিযে দেখে অনেকগুলো টেস্ট কবাব পবামর্শ দিলেন। টেস্ট এব বিপোর্ট অনুযাযি খাম্বাব পাকস্থলীতে ক্যান্সাব ধবা পডে। চিকিৎসক জানান, আবো ৪/৫ মাস পূর্বে খাম্বাকে পেলে কিছু ওষুধ দিযে হযতো সহজে তাকে সুস্থ কবে তোলা সম্ভব হতো। দেবী কবে ফেলায এখন আব অস্ত্রোপচাব ছাডা কোন বিকল্প নেই। পবে চিকিৎসকেব পবামর্শ অনুযাযি দু'ছেলে গ্রামেব কিছু জাযগা বিক্রি কবে বাবাকে ঢাকায অস্ত্রোপচাব কবায। ডাক্তাব খুব সফলভাবে অস্ত্রোপচাব কবা হযেছে বলে দাবি কবলেও পবে এক বছবেব মাথায খাম্বাব মৃত্যু হয। পবে দ্বিতীয ছেলে তাব বৃদ্ধা মাকে শহবে নিযে আসে। বৃদ্ধা মা শহবেব পবিবেশে খুব অস্বস্তি নিযে বসবাস কবছে। বর্তমানে তাদেব সেই গ্রামেব বাড়িটি আব নেই এবং গ্রামেব অন্যান্য আত্মীযদেব সাথে তাদেব যোগাযোগ আজ অনেকটা বন্ধ।

আমাদের সমাজে এব ব্যতিক্রমও যে ঘটে না তা কিন্তু নয। তবে আমাব এ বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই আমাদেব সমাজে প্রবীণ যাবা আছেন তাবা যাতে সঠিক চিকিৎসা পেযে সঠিক সমযে একটু শান্তিতে মৃত্যুববণ করতে পাবে এটা কিভাবে নিশ্চিত কবা যায সে বিষযেও আমাদেব চিন্তা কবতে হবে। মনে বাখতে হবে আমাদের সবাব জন্যই এ সময অপেক্ষা করছে। আব বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ মণিপুরী তাদেব সাধাবণ শিক্ষাজীবন বা অন্যান্য কাবিগরী শিক্ষা সমাপ্ত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিযে বাইবে বসবাস কবাব প্রবণতা পর্যাযক্রমে বৃদ্ধি পাওযায় অনেক মণিপুবী

প্রবীণদের জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হবার পাশপাশি অনেক মণিপুরী গ্রাম আজ প্রায় যুবকশূন্য হবার পথে। যার ফলে নিজ নিজ এলাকা অনেকটা মেধাশূণ্য অবস্থায় পড়ে আছে। এ সুযোগ নিয়ে এলাকার এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন প্রকার সুযোগ গ্রহণ করারও পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার বাইরে যারা বিভিন্ন কর্মসূত্রে অবস্থান করেন তারাও কর্মসূত্রে বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং বাস্তবতার কারণে অনেক সময় আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভিভাবকদের প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। এ বিষয়টিকে সমাজের বিচ্ছিন্ন কারো ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে সমাজে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব কি হতে পারে তা গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করে এ সমস্যা সমাধানেও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা আগামী দিনগুলোতে মণিপুরী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা তথা গ্রামগুলোর অস্তিত্ব আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা তা ভাবতে হবে।

বর্তমানে মণিপুরীদের আর্থ-সামাজিক ও ভূমি সমস্যা

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি মণিপুরীদের ক্ষেত্রে প্রায় সবার জন্য এক সময় *পুকুর ভরা মাছ, আর গোলা ভরা ধান* প্রবাদটি প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু আজ এগুলো শুধুই স্বপ্ন বা রূপকথার মতো মনে হয়। অতীতের ন্যায় এখনো এ জনগোষ্ঠীর প্রায় সিংহভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও বর্তমানে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক এমন ব্যক্তি আর নেই। মণিপুরীদের মধ্যে যারা গ্রামে বসবাস করছে তারা বিগত প্রায় এক থেকে দেড় দশক ধরে বিভিন্ন কারণে পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া প্রচুর ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। একইভাবে শহরে যারা বসবাস করছেন তারাও এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। জমি বিক্রির ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মণিপুরীদের মধ্যে যথেষ্ট মিল খোঁজে পাওয়া যায়। তাই শহর ও গ্রামাঞ্চলে থাকা মণিপুরী জনগোষ্ঠীর দখলে থাকা ভূমির পরিমাণ আজ প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্তে সংকুচিত হচ্ছে। এবং এখনো এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। একদিকে ভূমির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া অন্যদিকে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর দখলে থাকা ভূমির পরিমাণ দিন দিন কমে গিয়ে কেউ কেউ ভূমিহীনে পরিণত হওয়ার যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে তা রোধ করা না গেলে আগামী এক দশকে এ জনগোষ্ঠীর অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়াবে তা যে কারো পক্ষে বলা বেশ কঠিন। তবে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এর ফল যে খুব একটা সুখকর হবে না তাও আমরা জানি। বিষয়টি নিয়ে আমরা খুব একটা চিন্তা করি তাও মনে হয় না। হয়তো এটা নিয়ে ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ কেউ ভাবছেন। তবে আমি মনে করি ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, আমাদের সংগঠনগুলোকেই এ নিয়ে ভাবতে হবে। কেননা এই ভূমি মালিকানার সাথে আমাদের অস্তিত্ব, উন্নয়ন ও অন্যান্য অনেক বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্তমানে অপ্রত্যাশিতভাবে দেশে তথা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমির উপর যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এর ফলে আগামী এক দশকের মধ্যে এ দেশের মানুষ আদৌ টাকার বিনিময়ে ভূমি ক্রয় করার মতো সুযোগ পাবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।

মণিপুরী সম্প্রদায়ের ভূমিহীন হবার প্রবণতা রোধে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উজেলার আদমপুর বাজার সংলগ্ন মণিপুরী মুসলিমদের একটি উদ্যোগ উল্লেখ করার দাবি রাখে। উল্লেখিত বাজার এলাকা ও এর পার্শ্ববর্তী জমিগুলো এক সময় মণিপুরী ও পাঙালদের মালিকানা ও দখলে ছিল। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতার কারণে সে সব গুরুত্বপূর্ণ

জমি বিক্রি করে অনেকে ধানীজমি ক্রয় করেছে। বর্তমানে উন্নত যোযাযোগ ব্যবস্থার কারণে বাজার ও পার্শ্ববর্তী জমিগুলোর দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধায় মণিপুরী সমাজের সহজ সরল ভূ-স্বামীদের নিকট থেকে বাঙালিরা ওই জমির পরিবর্তে ধানীজমি দিয়ে মণিপুরীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিগত কয়েক বছরে এই পরিস্থিতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে এলাকার সচেতন মণিপুরী মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃবৃন্দ এই প্রবণতা রোধে এগিয়ে আসেন এবং কোন মণিপুরী মুসলিম যেন অন্য সম্প্রদায়ের কাছে জমি বিক্রি করতে না পারে সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। মণিপুরী মুসলিমদের এই উদ্যোগ একটি ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে সীমিত হলেও তা থেকে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। এই উদ্যোগকে আরো সংগঠিত ও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে এবং শহরাঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য মণিপুরী অধ্যুষিত এলাকায় নিজ নিজ এলাকার পরিবেশ পরিস্থির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুরূপ আরো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

কেস স্টাডি-৩

গীরেন, নীরেন, ধীরেন এবং সুরেন (ছদ্ম নাম) তারা চার ভাই সিলেট শহরের একটি মণিপুরী পাড়ায় পৈত্রিক ভিটেবাড়ীতে যৌথভাবে বসবাস করে আসছে। চার ভাইয়ের সবাই বর্তমানে বিবাহিত এবং প্রত্যেকের ২/৩টি করে ছেলে মেয়ে রয়েছে। ছেলে মেয়েগুলো বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করছে। একসময় তাদের ভিটেবাড়ীর আয়তন বেশ বড় হলেও তাদের সন্তানদের লেখাপড়া এবং পরিবার খরচ চালাতে গিয়ে অভাবে পড়ে এর কিছু অংশ ইতোমধ্যে বিক্রি করা হয়েছে। বর্তমানে যে পরিমাণ জায়গা আছে সেখানে অদূর ভবিষ্যতে তাদের ছেলে-মেয়েদের সবার একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়। তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের এ পৈত্রিক ভিটেবাড়ী বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকার কিছু অংশ দিয়ে শহরের একটু বাইরে স্বল্প মূল্যে কিছু জায়গা কিনে সেখানে ঘর তোলে বসবাস করার এবং জায়গা বিক্রির কিছু অংশ টাকা দিয়ে অন্যের ঋণ পরিশোধ ও পরিবার পরিচালনা করার। তারা তাদের সবার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমানে শহরের ভিটেবাড়ী বিক্রি করে শহরের অল্প দূরে কিছু জায়গা ক্রয় করলেও এই মুহূর্তে ঘর তোলার মত পর্যাপ্ত টাকার অভাবে বাড়ী করতে না পারায় শহরে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন। অন্যদিকে বর্তমানে তাদের জমি বিক্রির টাকাও প্রায় শেষ হবার পথে। এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না অদূর ভবিষ্যতে তাদের ক্রয় করা জায়গাটুকুও আদৌ ধরে রাখতে পারবে কিনা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা কেন ভূমি বিক্রি করছি - এই ভূমি বিক্রির উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে ঋণগ্রস্থ। বিশেষ করে শহর এবং গ্রামে বসবাসরত প্রায় অর্ধেকের বেশি মণিপুরী পরিবার আজ বিভিন্ন সরকারী - বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নিকট ঋণগ্রস্থ। অনেক পরিবার চেষ্টা করেও এই ঋণের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারছে না। উত্তরোত্তর জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং মূদ্রাস্ফীতির কারণে প্রায় প্রতিটি মণিপুরী পরিবার আজ পরিবার পরিচালনা করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। কারণ মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা আজ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত (হস্তশিল্প, স্বর্ণ শিল্পী, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, মোটর মেকানিক, ছোট খাটো সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী ইত্যাদি কাজ করে) তারা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে

তা বর্তমান বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি পরিবারের ভরণপোষণ পরিচালনার জন্য কিছুতেই পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে আমরা নিজেরা আমাদের সমাজকে যৌতুকমুক্ত সমাজ হিসেবে দাবি করলেও আমাদের সমাজে নীরবে অনেক লোক এই যৌতুকের বলি হয়ে পরিবারের কারো বোন, কারো মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক টাকা খরচ করতে হয়। এ সকল কারণেও অনেকটা নিরুপায় হয়ে আমাদের অনেক পরিবারকে এ ঋণের বেড়াজালে পড়তে হয়। মণিপুরী জনগোষ্ঠীর এ আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন কৌশলে মণিপুরীদের ভূমিগুলো হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার মণিপুরী জনগোষ্ঠীর কোন কোন ব্যক্তি সাময়িক কিছু লাভের কথা বিবেচনা করে এ কাজে মহল বিশেষকে অনেকটা রাজাকারী কায়দায় সহযোগিতাও দিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা আমাদের উন্নয়নের জন্য অনেক সংগঠন কাজ করি বলে দাবি করলেও এ পর্যন্ত কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সাহস নিয়ে ঐ সকল স্বার্থান্বেষী মহল বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা রুখে দাঁড়াতে দেখা যায় না। তাহলে কি আমরা ধরে নেব স্বার্থান্বেষী মহলের এ সকল কাজ বা প্রক্রিয়াকে আমাদের সংগঠনসমূহ সমর্থন করে? যদি সমর্থন না করে থাকি তবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে এখনই একটি করণীয় নির্ধারণ করা অতি আবশ্যক বলে আমি মনে করি। যদি আমরা এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করি তবে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সিলেট শহরে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর বসবাসের বিষয়টি ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় একসময় মণিপুরী বসবাস করার ইতিহাসের মতো একটি ইতিহাসে পরিণত হতে পারে। যে বিষয়টি আমাদের কারো কাম্য নয়। তবে আমি আশা করবো এমনটি কখনো হবে না।

তরুণ তরুণীদের প্রতি আহবান

বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যারা এখনো তাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেনি বা সদ্য সমাপ্ত করেছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, তোমরা এখন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে মোড় নেবার শেষ প্রান্ত বিন্দুতে দাড়িয়ে আছো। জীবনের এই সময়টা প্রতিটি মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। যারা এই সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তারাই তাদের পছন্দমতো নির্ধারিত ছকে তাদের ভবিষ্যত জীবন পরিচালিত করতে পারে। এই সময় তোমাদের কারো কারো নিকট নিজেদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রথা সবকিছুই সেকেলে, অকেজো, পুরনো এবং অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কারণ এই বয়সে এবং এই কোমল মনে বাইরের বিভিন্ন সামাজিক সংস্কৃতির প্রভাবে এমনটি হতেই পারে। তবে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বলে - এই জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষগণ সমাজে যে সমস্ত সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতির প্রচলন রেখে গেছেন তা কিন্তু তাদের তখনকার তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী নিছক কিছু মনগড়া রীতি-নীতি নয়। সেগুলো তাদের দীর্ঘ গবেষণা এবং অভিজ্ঞতার ফসল। কারণ এ সামাজিক প্রথাগুলোর রয়েছে খুবই মূল্যবান, বিজ্ঞানভিত্তিক, যৌক্তিক এবং অর্ন্তনিহিত ব্যাখ্যা। এ সকল প্রথা ও রীতি-নীতির বিষয়ে পূর্ব-পুরুষদের লিখিত কোন ব্যাখ্যা না থাকায় আজ এ সকল বিষয়ে বর্তমান প্রজন্ম বিভ্রান্তিতে ভূগছে। আজ যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয়

জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ যখন তাদের ধর্মীয় বিভিন্ন বক্তব্য ও রীতি-নীতির বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও এর যৌক্তিকতা খোঁজে বেড়াচ্ছেন সেখানে এই জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চর্চা করে আসা সামাজিক জীবনের অনেক মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক রীতি-নীতি ও প্রথাসমূহ পরিত্যাগ করে তথাকথিত আধুনিকতা হবার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠছে। তাই নতুন প্রজন্মের সময় এসেছে শিকড়ের সন্ধানে নেমে পড়ার। আমি মনে করি এ সকল রীতি-নীতি ও প্রথাগুলো এতই সমৃদ্ধ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যে এ বিষয়ে আরো গভীরভাবে জেনে নিজেদের জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার স্বার্থে বর্তমান মেধাবী তরুণদেরই তা নিয়ে গবেষণা করার দাবি রাখে। কারণ অনেক বিষয়ে এই জনগোষ্ঠীর বর্তমান নেতৃবৃন্দের অজ্ঞতা এবং অপব্যাখ্যার কারণে বর্তমান তরুণদের নিকট এগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমানে আমরা নিজেদেরকে আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে না দিয়ে বৈশ্বিক (Globalization) এ যুগে একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে সময় এসেছে এই জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমান অবস্থানকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাঁপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কতটুকু পরিবর্তন করবো একটা হিসাব নিকাশের মাধ্যমে একটি সঠিক মাপকাঠি নির্ধারণ করার। সে ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, পরিবর্তনের মাপকাঠিটা যেন এমন না হয়, যে পরিবর্তনের ফলে একটি ক্ষুদ্র নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে মূলস্রোতধারার সাথে মিশে ভবিষ্যতে এই মণিপুরী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা যাতে বিলীন হয়ে না যায়। কারণ ছোট ছোট খালবিল ও নদীনালার পানি যখন বড় নদীগুলোতে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায় তখন সে সকল খাল বিল আর নদী-নালার উৎসস্থল এবং এর পরিচয়, অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা আর থাকে না। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই জনগোষ্ঠীর পরিবর্তন অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে-বর্তমানে আমরা সবাই বৈশ্বিক নাগরিক (Global Citizen)। এখানে টিকে থাকার স্বার্থে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য এ বৈশ্বিক নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে পরিবর্তন প্রয়োজন। এ পরিবর্তনের জন্য বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ঐতিহ্যগতভাবে লালিত ও ধারণ করা কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিহার ব্যতিরেকে এ যোগ্যতা অর্জনের বিকল্প কোন পথ নেই। এ পরিত্যাজ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে -

- কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি ছাড়াই নিজেকে অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান বা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন (Superior) মনে করা অর্থাৎ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা
- অন্যের ভাল কাজের প্রশংসা, স্বীকৃতি বা মূল্যায়ণ করতে না জানা বা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত,
- অন্যের বিলাসিতা দেখে নিজেদের আর্থিক অবস্থার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে বিলাসিতা করতে ব্যর্থ চেষ্টা করা,
- নিজের বিষয়ে অন্যের নিকট থেকে কোন প্রকার সমালোচনা (গঠনমূলক হলেও) সহ্য করতে না পারা,
- অল্পতেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলা,
- নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের সঠিক মূল্যায়ণ বা সম্মান না করা ইত্যাদি।

আর মণিপুরী তরুণ-তরুণীদেব উদ্দেশ্যে আমার আহবান - নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে জ্ঞানের পরিধির প্রসার ঘটানোর জন্য নিজ জনগোষ্ঠীর বাইরের লোকদের সাথে মেলামেশা করা এবং সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদেব বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার নিরীখে বন্ধু নির্বাচন এবং বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায বাখাব কৌশল আযত্ব কবা। বন্ধুত্ব মানেই সবকিছু বিলিয়ে দেযা নয়। সুস্থ থাকাব জন্য বিশুদ্ধ বাযু ও পরিবেশ অপরিহার্য। তাই বিশুদ্ধ বাযু সেবনের জন্য আমরা দরজা-জানালা খোলা বাখি। কিন্তু কোন কারণে সেই জানালা দিযে যখন কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ প্রবেশ করে তখন আমরা জানালা বন্ধ করি। কেউ কেউ দরজা জানালায বিশুদ্ধ বাযুব সাথে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গের প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টির জন্য নেট ব্যবহার করে। এব কাবণ সতর্কতা। বন্ধুত্ব স্থাপন ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বাখাব ক্ষেত্রেও আমবা যেন এধরনেব সতর্কতা অবলম্বণ করি। নিজেদেব সীমাবদ্ধতাব কাবণে ভুল বন্ধু-বান্ধব নির্বাচন ও এর পববর্তী বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতির শিকাব হযে আমাদেব সহজ সবল অনেক সম্ভাবনাময তরুণ/তরুণী নিকট অতীতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তাদের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হযেছে বা হচ্ছে।

কেস স্টাডি-৪

সানাচাউবি দেবী (ছদ্ম নাম) ছোটকাল থেকে মা বাবার খুব আদবে বেড়ে উঠা একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। দু'ভাই এক বোনেব মধ্যে সে দ্বিতীয। তাব মা, বাবা, ভাই বোন তাকে খুব আদর কবতো এবং একমাত্র বোন হবাব কারণে সব সময তাব আবদাব তাবা যথাসাধ্য পূবণ কবাব চেষ্টা কবতো। পবিবাবেব সবাই তাব প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল। সে কারণে নিজেব সমাজেব বাইবেও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদেব নিযে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানলোতে (জন্মদিন, নববর্ষ উদযাপন, বসন্ত মেলা, বিভিন্ন নাটক প্রদর্শনী ইত্যাদি) সে বন্ধু বান্ধবদেব সাথে যেতো। পবিবাবের অন্য সদস্যবাও সবাই শিক্ষিত হওযায এবং উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন হওযায তাবা এগুলোকে সব সময ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতো এবং কখনো তাকে কোথাও যাবাব ক্ষেত্রে তেমন একটা বাঁধা নিষেধ আবোপ করতো না। ফলে তাব স্কুল ও কলেজে লেখপড়া কবাব সুবাদে বেশ বন্ধু-বান্ধব তৈবী হয এবং সময়ে সমযে তাবা বিভিন্ন বিষযে তাকে সহযোগিতাও কবে থাকে। একদিন সে তাব সকল বন্ধুদের নিযে একটু দূবে একটি আনন্দ ভ্রমনে যায এবং সেখানে তাবা অনেকগুলো ছবি তোলে। এভাবে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা কবতে গিযে অনেকটা নিজেব অজান্তেই শামু নামের একজন বন্ধুর প্রতি তাব একটু দুর্বলতা সৃষ্টি হয। তবে শামু একজন বাঙ্গালী বন্ধু হবার কারণে সানাচাউবি কখনো শামুকে নিযে তাব ভবিষ্যত জীবন গড়াব কল্পনা করেনি। কারণ সে তার পবিবাব এবং সমাজকে ভালবাসে। কিন্তু শামু সানাচাউবিব দুর্বলতার বিষযটা উপলব্ধি কবতে পাবে এবং বিভিন্ন সময দুজনে কফি হাউসসহ শহবের বাইরে নানা নির্জন এলাকাগুলোতে গিযে ঘুবে বেড়ায ও আড্ডা দেয। একদিন শামু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের কথা বলে সানাচাউবিকে তার ফ্লাটে যাবার প্রস্তাব দেয। সানাচাউবি অনেক বিষয় চিন্তা করে তাব এ প্রস্তাবে বাজী না হলে অনেকটা অভিমান করে শামু তার বন্ধুত্ব সেখানেই ইতি টেনে সেখান থেকে চলে যায। সানাচাউবী কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে। মনে মনে সে অনুসূচনা করতে করতে ভাবে এতোদিনের

তাদের নির্মল বন্ধুত্ব একমাত্র তাব কারণে আজ ভাঙতে যাচ্ছে। পরে সিদ্ধান্ত নেয শামুব বাসায গিযে তার অভিমান ভাঙ্গানোব। সে তার বাসায গিযে যথারীতি উপস্থিত হয এবং তার পূর্বের ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ কবে। পরে সানাচাউবি শামুর কাছে জানতে চায় কেন তাকে আগে তার ফ্লাটে আসতে বলেছিল। হঠাৎ কোন কিছু বুঝে উঠাব আগেই শামু পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সানাচাউবিকে জডিযে ধবে তাব দু গালে বেশ কযেকটা চুমু বসিয়ে দেয এবং তার শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতব জাযগায স্পর্শ কবে। ঘটনার আকস্মিকতায় রাগে এবং অভিমানে সহজ সবল সানাচাউবী সেখান থেকে চলে আসে এবং শ্যামুর সাথে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বন্ধ কবে দেয । এ ঘটনার পর শামুও আব আগেব মতো তাদের দলের অন্য বন্ধুদেব সাথে আড্ডায আসে না। অনেকদিন পব শামু হঠাৎ করে সানাচাউবিব মুঠোফোনে যোগাযোগ কবাব চেষ্টা করে। সানাচাউবীও সেদিনের ঘটনার কথা মনে করে শামুর ফোন আব ধরে না। এব পর বেশ অনেক দিন পর্যন্ত শামুও আর সানাচাউবির সাথে যোগাযোগ করেনি। সানাচাউবিও আস্তে আস্তে শামুর কথা ভুলতে শুরু কবে এবং মনে মনে তাকে খুব ঘৃণাও কবে। কারণ সানাচাউবি শামুর নিকট থেকে এ ধবনেব আচরণ কখনো কল্পনা কবেনি। এবপব হঠাৎ একদিন শামু শহবেব একটি নির্জন স্থানে সানাচাউবি' কে একা পেযে তাকে তাব হাত ধরে চলে যাবার প্রস্তাব দেয। সানাচাউবি এতে রাজী না হলে শামু তাব পকেট থেকে সেদিনের ঘটনার বেশ কতগুলো ছবি বেব করে সানাচাউবিকে দেখিযে বলে তাব এ প্রস্তাবে বাজী না হলে এগুলো সে সবার নিকট প্রকাশ কবে তাব সাথে অতীতে সম্পর্ক থাকাব কথা প্রচার করবে। এ ঘটনা সানাচাউবি তার বন্ধু-বান্ধব এবং পবিবাবেব কাউকে জানাতে পারেনি। সানাচাউবি এ নিযে ভাবতে শুরু করে এবং চিন্তা করে এ ছবিগুলো সত্যি সত্যিই প্রকাশিত হলে মণিপুরী সমাজে তার আর স্থান হবে না। অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সানাচাউবি শামুর হাত ধরে তার প্রিয পবিবার ও সমাজকে ত্যাগ কবে চলে যাবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয এবং চলে যায। পরে আরো জানা যায সানাচাউবিকে শামুর পরিবাবেব সদস্যরা বাহ্যিকভাবে গ্রহণ কবে নিলেও মন থেকে খুব একটা গ্রহণ করতে পারেনি। তবু অনেকটা বাধ্য হযে সে সবার সাথে মানিযে চলার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, সানাচাউবি মাস্টার্স পাস করা একজন সরকারী চাকুরীজীবি এবং শামু একটি বেসবকাবী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে। তবে শামু পববর্তীতে আব তাব স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করা হযনি।

কেসস্টাডি-৫

চাউবা গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর চাকুরি করছে শহরের একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে। চাকুরী জীবনের শুরুতে শহরবাসী হলেও মাঝে মাঝে ছুটি নিযে গ্রামে আসতেন বৃদ্ধ মা-বাবার সান্নিধ্যে। বিয়ের পরে স্ত্রীকে শহরে নিয়ে যান। ইতোমধ্যে তার পিতা-মাতার মৃত্যু হলে গ্রামের সাথে চাউবার সম্পর্ক প্রায় চুকে যায। তিনি শহরে দাপ্তরিক কোযার্টারে বসবাস করতেন। শহুরে জীবনে এসে গ্রামের ছেলে চাউবাব মধ্যে দেখা দেয আমূল পবিবর্তন। তথাকথিত আধুনিকতার নামে ভুলে যেতে শুরু করেন নিজ ভাষা ও ঐতিহ্যকে। মণিপুরী সমাজের সংশ্রব হতে নিজেকে দূরে সরিযে নেন। তার সন্তানদের বাংলা ভাষায় পরিপক্ক করার জন্য তিনি পরিবারে মণিপুরী ভাষার ব্যবহার পরিহার করেন। এতে তার তিন মেয়ে মণিপুরী ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে

অজ্ঞতাব মধ্য দিযে বেড়ে ওঠে। এভাবে শিকড়বিহীন যাপিত জীবনে তাব মেযে তিনটি নিজেদেব মণিপুরী পবিচয নিযে দ্বিধান্বিত হযে পড়ে। বাঙালী সমাজেব সাথে বাড়তে থাকে তাদেব মেলামেশা। এভাবে ক্রমশঃ বিবাহযোগ্য হযে ওঠা মেযেগুলো উচ্চশিক্ষায শিক্ষিতা হলেও বযে যায মণিপুবী যুবক ও অভিভাবকদেব দৃষ্টিব বাইবে। ইতোমধ্যে বড়ো মেযে শান্তনা পিতামাতাব অজ্ঞাতে পরিণযসূত্রে আবদ্ধ হযে পড়ে এক মুসলিম ছেলের সাথে। একদিকে বড় মেযেব সমাজবর্জিত ক্রিযাকান্ড অপবদিকে বিবাহযোগ্য হযে ওঠা দুই মেযেব পাত্রস্থ কবতে না পাবাব মানসিক কষ্ট সবকিছু মিলিযে চাউবাব অবস্থা খুবই নাজুক। ইতোমধ্যে চাকুবিজীবন শেষ হযে এলপিআবএ চলে এলে অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এতোদিনেব ভ্রান্ত চিন্তাচেতনাব মনঃকষ্ট বুকে ধাবণ কবে শহবেব মণিপুবী পাড়ায একটি ঘব ভাড়া নিযে মণিপুবী সমাজেব সংস্পর্শে আসাব চেষ্টা কবেন। কিন্তু দীর্ঘ কযেক দশক ধবে সমাজ বিবর্জিত চাউবা সমাজেব কাবো সাথে স্বাচ্ছন্দে মিশতে পাবেন না। তাব মেযেরাও মণিপুবী ভাষাব ব্যবহাবে অপাবগ হওযায মণিপুবী যুবক যুবতীদেব সাথে মিশতে পাবে না। যেনো একটা অদৃশ্য দেযাল তাদেবকে বিচ্ছিন্ন কবে রেখেছে মণিপুবী সমাজ ও সমাজেব মানুষগুলো থেকে।

সম্প্রতি আরো কিছু বিষয লক্ষ্যণীয যে, আমাদেব মণিপুবী তরুণ-তরুণীদেব মধ্যে ওযেবভিত্তিক সামাজিক নেটওর্যাকিগুলোতে তাদেব ছবি ব্যবহাব বীতিমত চোখে পড়াব মতো। তবে নিজেদেব স্বার্থে এসকল সামাজিক নেটওযার্ক গুলোতে ছবি ব্যবহাবেব ক্ষেত্রেও কিছু সর্তকতা অবলম্বন কবা উচিত বলে আমি মনে কবি। কারণ উন্নত বিশ্ব কেন এবং কি উদ্দেশ্যে এ সকল সামাজিক নেটওযার্কগুলো তৈবী কবছে তা এখনো অধিকাংশ লোকেব নিকট পরিষ্কাব নয। কেননা সে সকল সামাজিক নেটওযার্কগুলোতে একজন লোক যে শর্তে বাজী হযে তাব ছবি বা তথ্য আপলোড কবে সে শর্ত অনুযাযী এক সময স্বেচ্ছায সেখানে আপলোড কবা সকল ছবি বা তথ্য মুছে ফেলা সম্ভব হলেও তা একটি নির্দিষ্ট স্থানে তারা সঞ্চিত কবে বাখে বা বাখাব অধিকাব সংবক্ষণ কবে। তাছাড়া নিজেদের পারিবাবিক ও সামাজিক জীবনে এই সামাজিক নেটওযার্কগুলোব বহুমূখী ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব রযেছে। যা আগামীতে আবো বৃদ্ধি পাবে। সবচেযে উদ্বেগজনক হলো আমাদেব তরুণ/তরুনীদেব যাবা এ সামাজিক নেটওর্যাকিগুলোতে ছবি আপলোড কবে তাদেব মধ্যে অনেকে নিজেবা এ কাজটি সরাসরি টেকনিক্যাল জ্ঞানেব অভাবে কবতে না পারার কাবণে অন্যদেব সাহায্যে তা করিযে থাকে। সে ক্ষেত্রে অনেকে তার নিজস্ব পাসওযার্ড অন্যকে দিযে কাজটি করিযে থাকে। এ সুযোগ নিযে যে কেউ কোন আপত্তিকর ছবি আপলোড কবে যেকোন ব্যক্তির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করার বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ ছাড়া তরুণ/তরুণীদের মধ্যে বর্তমানে মুঠোফোনের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টিও রীতিমত উদ্বেগজনক। বিশেষ করে তরুণ-তরুণী যারা এই বয়সে মুঠোফোন ব্যবহার করে তারা তাদের প্রযোজনের সময পরিবারের অন্য সদস্যদের মুঠোফোন শেয়ার করে

ব্যবহার কবাই ভাল। এ বিষয়ে এখানে এর চেয়ে বেশি কিছু লেখার অবকাশ নেই বলে আমি মনে করি। তবে শুধু এটুকু বলতে পারি, বিশেষ কবে বর্তমানে যে সকল তরুণ-তরুণী যারা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা অপ্রত্যাশিত ঘটনাব শিকার হচ্ছে তার অধিকাংশেব সূত্রপাত বা উৎস এই মুঠোফোন। যদি নিতান্তই ব্যবহার করতে হয তবে সেটা যেন পরিমিত এবং সঠিক প্রযোজনে ব্যবহার হয সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবার খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে করি। সর্বোপবি বলতে চাই, আমবা সবাই জানি যে কোন ধরনের মাদক ব্যবহার সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি পর্যাযে আনে দাবিদ্রতা, বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি। সমাজে মাদকদ্রব্য গ্রহণকাবীর মর্যাদা থাকে না। কিন্তু বর্তমান একবিংশ শতাব্দীব আধুনিকোত্তব সমাজে এসেও আমাদেব শহর ও গ্রামাঞ্চলের মণিপুবী জনগোষ্ঠীব তরুণ সমাজে এখনো মাদকাসক্ত হবাব প্রবণতা লক্ষ্য কবা যায। আবার কোথাও কোথাও এ প্রবণতা অনেক বেশি দেখা যায। যা পুবো সমাজেব জন্য খুবই উদ্বেগজনক। কাবণ তরুণরাই জাতির ভবিষ্যত। এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর একটি সুন্দর ভবিষ্যত প্রজন্ম নিশ্চিত কবার জন্য সবাব সম্মিলিত প্রচেষ্টাব মাধ্যমে সামাজিকভাবে প্রতিবোধ গড়ে তোলা উচিত। তরুণদেব বর্তমান বিভিন্ন সংগঠনসমূহ এ কাজে এগিযে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা কবি।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর স্বকীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকীসমূহ

আমাদের মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিগত ৫/৭ বছবে অনেকগুলো সামাজিক সংগঠন জন্মলাভ কবেছে। বর্তমানে মোট কতগুলো সামাজিক সংগঠন আছে ব্যক্তিগতভাবে আমার নিকট এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও সংখ্যাটি যে নেহাত কম হবে না তা নিশ্চিত। জন্মলগ্নে এ সকল সামাজিক সংগঠনগুলোব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক মহৎ হলেও তাদেব অধিকাংশই এখন বিতর্কিত। তবে অপ্রিয সত্য কথা হলো, এ সকল সংগঠনগুলোর মধ্যে হাতে গোনা কযেকটি সংগঠন সমাজেব উন্নযনে অল্প বিস্তর কিছু কাজ করলেও আমি নিশ্চিত এখনো কোন সংগঠনের নিজস্ব কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। তাই এ সকল সংগঠনগুলো তাদের কিছু নির্ধারিত মৌসুমী কার্যক্রম (Seasonal Activities) এব বাইরে বেডিয়ে এসে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং সমাজকে পরিবর্তনেব লক্ষ্য নিযে এখনো কোন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। বর্তমান ডিজিটাল যুগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নিযে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও যেখানে অনেক ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয সেখানে লক্ষ্যহীন এ সকল সংগঠন আসলে সমাজকে কি দিতে পাববে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাহলে আমাদের এ সকল লক্ষ্য ও পরিকল্পনাহীন সংগঠন ও নেতৃত্ব আমাদের সমাজকে কি দিতে পাববে এবং ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যাবে, বিষয়টি আমাদের কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। আমি মনে করি আমাদের একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল স্থির করে এখনই সামনের দিকে অগ্রসব হওয়া উচিত।

আজ পৃথিবীর তাবৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন হুমকীর মধ্য দিযে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করছে। একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসবত মণিপুরী জনগোষ্ঠী আজ বিভিন্ন সমস্যা বা হুমকীর সম্মুখীন। তবে এ ধরনের সামাজিক সমস্যা বা হুমকীগুলোকে আমি মূলতঃ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। এর একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীন সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট জটিলতা বা হুমকী এবং অন্যটি বিভিন্ন বহি শক্তিব প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা। আমাদেব বর্তমান সামাজিক সমস্যাসমুহ অধিকাংশই অভ্যন্তরীনভাবে নিজেদেব বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাব কারণে সৃষ্ট জটিলতা। কিছু কৌশলগত কারণে এ বিষযে বিস্তারিত আলোচনায না গিযে নিম্নে সরাসরি সংক্ষিপ্ত আকাবে উপস্থাপনের চেষ্টা কবছি,

- নব্য ধর্মীয আগ্রাসন/ সামাজিক বিভেদ
- আমাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠনগুলোর ক্রমান্বযে দুর্বলতা ও আদর্শিক অধঃপতন
- সংগঠনগুলোব কাজে সমন্বযহীনতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধেব অভাব
- মেধাহীন নেতৃত্ব ও সামাজিক দাযবদ্ধতাব অভাব
- মুখে যা বলি মনে তা পোষণ না কবা
- বাজনৈতিক সচেতনতাব অভাব
- নতুন নেতৃত্বের অনুপস্থিতি
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনতি
- নতুন প্রজন্মের শহবমুখী হবাব ফলে গ্রামগুলোব মেধা ও পুরুষ শূন্যতা
- কিছু অদৃশ্য বহিঃশক্তির প্রভাব ও আগ্রাসন
- সামাজিক রীতি বর্হিভূত (বৈবাহিক) সম্পর্ক স্থাপন এবং সমাজ কর্তৃক প্রচলিত রীতি-নীতিব বাইরে স্বীকৃতি প্রদানেব চেষ্টা।
- সর্বোপবী আমাদেব সামাজিক সংগঠনগুলোব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনতা

উপরে উল্লেখিত বিষযগুলো হযতো ঢালাওভাবে সবাব উপব প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে সমস্যাসমুহ আমাদেব মণিপুরী সমাজকে আজ আষ্টেপৃষ্টে বেধে রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের কবণীয সম্পর্কে কিছু সুপারিশ আমি নিম্নে উপস্থাপন করছি,

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুপারিশসমূহ

- এ জনগোষ্ঠীর উন্নযনের জন্য সেক্টর ভিত্তিক বাস্তবতার ভিত্তিতে কিছু স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেযাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- একাধিক সংগঠন একই প্রকৃতির কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ (Overlapping) অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যেমন, ছাত্র সংগঠন শুধুমাত্র তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। সাংস্কৃতিক সংগঠন, এ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির লালন-পালন ও বিকাশ সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

- পরিকল্পনা অনুযায়ি কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য আর্থিক উৎসসমূহ (অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক) চিহ্নিত করে একটি বাজেট এবং এর অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- যারা নেতৃত্ব দিবে প্রয়োজন সাপেক্ষে তাদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে শুধু উচ্চশিক্ষাই একমাত্র যোগ্যতা নয়। যে কোন কাজে সফলতা নিশ্চিত করার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।
- সমাজের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোকে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও চিন্তা ভাবনার আদান প্রদান ঘটানো।
- প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতিগুলোর প্রতি যাতে সমাজের সকল স্তরের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় সে ব্যাপারে সকল সংগঠনের উদ্যোগে একটি সম্মিলিত প্লাটফর্ম তৈরি করা এবং বৃহত্তর কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা।
- প্রয়োজনে সকল সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সংগঠনভিত্তিক কার্যক্রম বিভাজনের মাধ্যমে সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মণিপুরী গ্রামগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন প্রজন্মের জন্য গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- আমাদের বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার আলোকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ের স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে দর কষাকষির জন্য আমাদের একটি প্রেসার গ্রুপ গঠন করতে হবে। যা বর্তমানে অনুপস্থিত।
- মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে নয়, তাদের অন্তর্ভূক্তির (Inclusion) মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই নিজেদের একটি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট কৌশল থাকতে হবে।
- সর্বোপরী নতুন নেতৃত্ব তৈরীর জন্য নেতৃত্বের পালাবদল নিশ্চিত করতে হবে।

একমাত্র নতুন এবং উপযুক্ত নেতৃত্বই এ জনগোষ্ঠীকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে একটি সঠিক পথে উত্তরণ ঘটাতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশকী মীৎয়েংদা

মণিপুরী ফুরুপচা

থৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

অইবগী ৱাফম

বাংলাদেশতা লৈবিবা পিকলবা মীওই ফুরুপচা মৈহৌবোন্দগী লৈবকলবা কাংলুপশিংগী মনুংদা মণিপুরী হাযবা মীওই ফুরুপচাশিং খুথেকতা চল্লি। অসিগুম্নবা খুথেকতা লৈবিবা ফুরুপ অসিগি লিংখ্রবা ঈনাৎ ফিদমনা চিংবা শিংথানিঙাই ওইরবসু হৌজিক্কী মতমসিদা বাংলাদেশতা লৈজরিবা মণিপুরী ফুরুপচাগী ফিভম চিববা তাংকক অমদা লেপলবি। মযাম্না খংনরিবা অদুম্না ঐখোযনা খংবা ঙম্মি পাক চাওববা মালেমসিদগী পিক্লা পিক্লবা ফুরুপচা কযাগী লোন, হৌন-লিচৎ শাজৎ মাং তাকখিবগী মযেক শেংনা লৈবে। হৌজিক ফাওবদা ফুরুপচা কযা হৌদোবকপদগী, খুন্দারকপদগী লৈবকলবা ফুরুপচাশিংগী লোন, সংস্কৃতি মলেমসিদগী মাংতাকখিবগী অরেপ্পা মশিং চপচাবা হাইবা ঙমদ্রবসু মাংতাকশিল্লকপগী থৌবম থৌওং অসি লেপতনা চৎথবকলি হাযবসি শোইদ্রবা ৱাফমনি। ঐ ইশামক মীতৈ মচা অমা ওইনা ইজাতিগী অসিগুম্বা ফিভম অসিদা তুম্মিন্না যেংদুনা লৈবা ঙমলকত্রদুনা কবি হাযনা ঙাকথোকপা, শেংদোকপা, শেমজিনবা যাবগী লম্বী যেংলুবদা ঐখোযগী খুন্নাইসিদা থোকইবা থৌদোক ৱাথোক চাওবাকপা মীৎযেংদা মপুং মবৈ ফাদ্রবসু খন্না নৈননা যেংগে হাযনা হোৎনজবনি। নৈননিংবগী মবম অসি য়েংলুবা তাববদি মক ওইনা খুন্নাইসিদা ওইবক্কদৌবিবা অমসুং থোকখিবা থৌদোকসিং পুম্নমক অসি লৈবাক খুন্নাযগী হৌনা লীচৎ চৈবাক কযামা শেমদোক শাদোকপগী ৱাংমদা লৈবা তাববসু নমফুদা লোইশিনখিবা থৌদোক মযাম অমা ইশাবু ইশানা হংজখিবা ৱাহংগী পাওখুম পিফম খংখিদে। ঐখোযগী সমাজ (খুন্নাই) সিদা ফুংবঙননা, ওমচাকননা লৈবিবা মেন তাবা যাদনা যাকনা লৈবিবা থৌদোক ৱাথোক কযামবোম অসি করি হাযনা খন্না নৈনগনী তাংকক অমদা পুখৎলগা শেমদোক শাদোকপা, যেনথোক মেনশিন তৌবা যাবা খুদিং অসিমক খুন্নাই অসিগী অঙম অথৌনি হাযনা খনগৎলিবা মীওই মীথেনশিং, হৌগৎলকলিবা নহারোল, অখং অহে যাওনা খন্না নৈনবা যানবা শিন্নিংবগী ৱাখল্লোন পাম্মুবদগী ৱাফম অসি থাংগৎচবনি। অসুম্না ইথোকপা ঙাংথোকপা অমসুং ৱাফম অমা শেংদোকলগা থাংগৎ খোকখৎলুবা হাযবসে মমাঙৈদা তৌবকত্রবসু ইজাতিগী ওইবা থবকসিংদা থুক লাওবকপা, তৌদবা যাদবা, চোংশিন্দবা যাদবা ৱাফম অমনা তৎতনা খনথহল্লী, নুংনাংহল্লী। পাবিগদবা মযামনা থাংগৎচবিবা হীবম কযাদং কযাৎ শুদনা পুথোকচবিবা, শেমদোক শাদোকনা কে মৌবা যৌদবা মওং অসি পাবিগদবা কনাগুম্বনা খুন্নাই অসিদা ওইবিবা মচেৎ মচেৎ, মচোই মচোই, মুকম মুকম তাংখাই তানবিবা অসিবু শেংনা তাক তিকনা থাংগৎপা ঙমনগনি হাযবসি উবদা ৱাফম অসি পুথোকচবনি। মথংগী লামায়সিংদা মবম কযা থোকনা হীবমদুগী হীবম নৈনবা (কেস স্টাডি) নৈনদুনা চাংযেং থাংগৎতুনা যেংজে। কনাবুসু চাং হুন্দুনা ইবা নত্তে, পুম্নমক অসি ৱাখন্দা শাদোকতুনা কযাৎ লাকচবনি। মবম অদুনা কনাগুম্বনা কেস স্টাডি

অসি পারুরগা মমিং মথাগা চনাচুনবা যাওরুবা থেংনরুবা তাববসু মতা চনাকবনি হায়না খন্দোকপিনবা নিংশিংজরি।

ইরোন্দা পুখোকপিবদা মতেং পাংবিরকপসি **খোইরোম ইন্দ্রজিৎনি**। মাক্কী মতেং নত্রবদি ইরোন্দা পুখোকপা ওইখোকলম্মোই। খোইবোম ইন্দ্রজিৎ বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ হৌদরকপদগী লুচিংদুনা লাকলিবা খোংমী অমনি। ব্রারেংগী লাইবিক 'মচু নাইবা মঙ'। শৈরেংগী লাইরিক 'ইন্নফি' কৌবা মশাগী লাইরিক অনি ফোংগ্রে। মতম অযাম্বদা মণিপুরগী চেফোংদা, বাংলাদেশকী চেফোংসিংদা তৎতনা হৌজিকসু ইবি। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকতা অফিসার ওইনা থবক তৌরি। লাইরিক লাইশুনা বিএসএসনি। অঙাং অনিগী মপানি। মচা নিপা খোইরোম লেইশেম বাংলাদেশতা মীতৈনা খুন্দাবকপদগী অহানবগী ওইনা Bangladesh Navy দা কমিশন Rank তা সাব ল্যাফটেন্যান্ট ওইবি। মচা নিপী অমনা কলেজকী থাকতা Intermidiate তম্মী। ইতৈমা চন্দ্রকলাদি মাক্কী নুপী অমা ওইদুনা মতম খুদিংদা মাক্কী অব্রাংবা ব্রাখল পোকহনবা ওইদুনা লৈবি।

অসি নত্তনা ঐগী চেফোং অসি ইবদা ঐঙোন্দা থৌব্রায হাপিবাশিংগী মনুংদা লৈজবে ঐগী মরূপ কবি অমসুং অইবা এন যোগেশ্বর অপু অমসুং শেবাম নিবঞ্জন সিংহ। কম্পোজ অমসুং অসিগি চেফোংসিগা মবি লৈনবা অতোপ্পা থবক মতেং পাংবগিতমক ঐগা থৌপুবিন্নবা খোকচোম চনু নোংপকলৈ সিনহা না চিংবা মযাম পুম্নমক্কী মফমদা তৌবিমল খংবা উৎচরি।

হবাও তযাম্না নিংশিংজবা

থৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

E-mail: lakshmikanta singh@yahoo com

ৱাহৌদক

বাংলাদেশ যামনা চাওবা লৈপাক নত্তে। চাওজদ্রবসু লৈপাক অসিদা মীওইবা ফুরুপ তোঙান তোঙানজরবসু য়ুমথংননা, য়ুমলোন্ননা ইং-তপ্পা লৈবা অসিনা মলেমগী মীওইশিংনা ঙকচানবা ফাওদবদি নত্তে। বাংলাদেশ হাযরিবা লৈপাকসিদা মরু ওইনা বাঙ্গালী শাগৈনি। অতৈসি পিকচন্ত্রবা যেক শালাইগী ফুরুপশিংনি। মখোযশিং অসি তেংবানচাগী মীৎযেংদা আদিবাসী হাযনা খংনহল্লী। বাংলাদেশতা আদিবাসী হাযনা খংনবিবা অসিগী মনুং চল্লিবসি চাকমা, মাবমা, গাবো, হাজং, ত্রিপুবা, মণিপুবী, খাসি, পাত্র হাযবিবশিং অসি পনবা যাই। অসিগুম্বা কাংলুপ মচাশি নিফুমঙারোম (৪৫) শুবমগনি হাযনা খন্নে। হাযবিবা মশিংশিমক অবেপ্পা ওইবে হাযবা তাংদাংবা অমদি সরকার অমসুং সংস্থাশিংনা লাওথোকপা নত্রগা অবেপ্পা অমা তাদ্রি। সিলেট লমদম সিদদি (খুন্দাবকপদগী তাবম্বা কাংলুপচা) আদিবাসী ফুরুপ - শিংগী মনুংদা মণিপুরী কাংবুবুদি ঋাইনা খংনবা ওইনা তৌই। মীশিং লিকচববসু ঈশৈ নোংমাইনাচিংবা হবাও তযাম্বা কুমৈ ফিওং লেপ্তনা চৎথবকপা মশাগী ঈনাৎপু চংখোম্বা অমসুং লিংনা লিতাং চুম্না থম্বীরম্বা পুৱাবীনা বাংলাদেশতা নৎতনা ভাবত অপুম্বনসু শকখংবা ফুরুপ অমনি। ফিবেপ চুম্না থম্বীবম্বা চাওখোকনিঙাই ওইববা ফুরুপ অসিগী লিববা হৌনা চৎনবোল অদুগী মশাগী তোঙাম্বা ইতোপ তোপ্পা মাক্কী মতিক মযাইগী মবমনা অতৈ অতৈ ফুরুপশিংদগী মীতৈশিংগী শেনজা থুমজা মশাগী ওইবা লেনবা যাবগী ফিভম থৌনোম থৌশিন শু-চৎপা কম্বা, পাম্বা ফুরুপ অমনি হাযনশু খংনবম্মী। অসিগুম্বা মবম কযানা অতৈ ফুরুপচাদগী চাং হেন্না ৱাংঙি হাযবগী নাপন অমশু মশাগী যাওজবদৌনা উবা ফংঙি। নাতৈ চাদনা নাপন তৌবনা চাওখৎ খোংথাংগী লম্বীদা অপনবা কযাশু ওইখিদবা নত্তে। মরম অদুনা ঐখোযগী মনুংদা ওইবিবা থৌদোক ৱাথোক শেমদোক শাদোকপা, মেনশনবা যাবা আইডিয়া খবদং পাবিবিবা অখং অহৈশিংগী মফমদা পুথোকচনিংঙি। থাংগৎচগদৌবা হীবম কযাতং অসিদা মযাম পুনমকনা যাবিবক্কনি হাযবদুদি ওইখোকতে। মশা মশাগী অপাম্বা কযা অমশু লৈবম্বা যাই। তৌবগিদি থাংগৎচগদৌবা হীবম পুমনমক অসি লন্নাইনা থেংনজকবা অমদি থেংনকবা মতমদা খল্লকখিবা ৱাখলঙাকনি।

হৌজিক্কি মহে মশিং তম্নরিবা মণিপুরী শিংগী মনুংদা তায়োন্নবা ৱাখল মীৎয়েং অমা

পাক চাওরবা মলেমসিদা উবিবা অসি লৈপাক অদুগী মরু ওইবা ফুরুপ অদুদগী তোপ্পা চিকনা লৈজরিবা মীশিং লিকপ্রবা মীচং শুজদবা খা চিকনা খাংজবিবা খুন্দাবকপদগী লৈজরকপা ফুরুপ আদিবাসী হাযনা খংনবা মখোযগী লাইবিক লাইশু মখা চৎথনা তম্বা, মশাগী ঈনাৎ খুনাইগী শেনজা শাজবনা চিংবা হীরম কযাদা শোৎথদুনা লৈবা উই। মীচং ৱাৎপা ফুরুপ মচাশিংগী মশকক ওইবা হাযবদো হেক থোকই। বাংলাদেশতা লৈরিবা খুন্দারকপদগী লৈরকলবা ফুরুপচা আদিবাসীশিংগী মনুংদা মণিপুবী খুন্নাইগী ৱাফমসি খবদি খেন্নবা অমা থেংনৈ। লাইবিক লাইশুগী চাং অসি মমিং মথা ইবা ঙম্বগী শরুকসি চাদা ৬৫% (হায়রিবা ৱাফমসি সবকারগী ওইবা সংস্থানশিংগী তোঙান তোঙানবা অংকনি) অসিগুম্বা মওংসিদা মণিপুরী ফুরুপকী মমিং মথা ইবা ঙম্বগী চাংদি চাদা ৯০% নি। মসি বাংলাদেশ অসুপ্পগী অংকদগীসু য়ামনা থাক ৱাংনা লৈ। শোৎথন্ত্রবা ফুরুপশিংগী মনুংদা মণিপুবী খুন্নাইগী চাওপ্রবা শরুক অমা লৈপাক অসিগী মীৎযেং

চিংশিনবা ঙম্বা ওইরবসু চাওখৎ খোংথাংগী মরমদা খোংথাং হাযগৎপা খোংকাপ কুংনা থাংজিনবা ঙমদ্রিবা অসি খন্ননিঙাই অমদি নৈননিঙাই ওইরকলে হাযবসি খম্বদা ব্রানা থোকলে। মণিপুরী সংস্কৃতিগী পুগৈ চোন্না লৈজরিবা ফুকপ অসিনা মখৌ পোংজরিবনি। মশীং লিকচপ্রবা তৌইশুম্বসুং মচং তাজবিবা মণিপুরীনা পুথোরকপা পোৎথোক খুদিংদা মাক্কী মহৌশাগী শাগোন্নরকপা লিংজপ্রবা সংস্কৃতিনা বাংলাদেশতা নত্তনা অপুম্বা ভারতবর্ষ যাওনা মমাঙৈদগী ফিদা অমা কনবা ঙমজবিবনি। মসি অতৈ ফুরুপসিংদা থোক্কন্দবা থৌদোকনি। ব্রাফমসি মলেমগী শকক অযাম্বনা (উপমহাদেশকী) সংস্কৃতিগী ফিবান হাযগৎলিবা মীওই মীথেনশিংনা মণিপুরী সংস্কৃতিগী চংখোল্লবা পুগৈ চোন্না লৈজবা ফুকপ অমনি হাযবসি মতম খুদিংদা শিংথাদুনতা লাকপ্রবনি। অদুম্নদি ওইরগা কনাসু হান্নাগুম হৰাও তযাম্বা, নোক খেবা হান্নাগুম ওইদবগুম থেংনৈ। হান্নাদগী হেন্না চাং নোপ্লগুম তৌই। তশেংনা হাযবগদি অতৈসু শাথি। ইবা পাবা ঙম্বগী চাং অদুক ফববা ফুকপ অসিগী অৱাংবা থাকতা লাইবিক লাইশু মখা চৎথনা তমথবগী চাং হৌজিকসু যাম্না নোপ্লী। চহি খবসিগী মনুংদা লাইবিক লাইশু থাক ৱাংনা তমথনরকনা মনুং হনজিন্না খংবা উবা যাওবকপা থেংনবা হৌবকলে। লাইবিক লাইশু হৈনরিবা কাংবুশিংগী মনুংদা শহবগী মওং খুল্লকতগী থোকলকপা মওং খেন্নহল্লী। খুল্লকতা লৈনবিবা মীতৈশিংগী মনুংদা থাক ৱাংনা লাইবিক তম্নাবশিং নিপামচা নিপীমচাশিংগী চাশিং চপচনা হাযবা ঙমদ্রবসু নিপামচাগা নিপীমচাগা থোইনা হেন্না খেন্নবমগদবা মান্দে। অমবোমদনা চাওপ্রবা সিলেট শহবগী মীতৈ মচামত্তশিং মক ওইবা নিপামচাশিং লাইবিক লাইশুদা মখা চৎথনা তম্বগী ৱাখল অমা ইৱাত্তা ৱাৎপা থেংনৈ। অদুবু সিলেট শহবগী নিপীমচা শিংদি নিপামচা শিংদগী হেন্না লাইরিক লাইশু ৱাংনা তমনবে। খুদম ওইনা মেডিক্যাল কলেজতা ৬ (তকক) কী মনুংদা নিপী ৪ (মবি) নিপামচা ২ (অনি) তনি। অদুদগী ইরুলাম্বা (মাস্টার্স) ডিগ্রী যাওবশিং ২৬ (কুন তকক) নি। মসিগী মনুংদা নিপিমচা ১৮ (তারা নিপ্পাল) অমসুং নিপামচা ৮ (নিপাল) নি। হাযবিবা ৱাফমসিনা তাকপদি নিপী মচাশিং থাক ৱাংনা লাইবিক লাইশু তমথবকপা অসি চাওখৎলকপগী খুদম অমনি। নিপা মচাশিংদগী নিপী মচাশিংনা নোংমা নোংমগী মশিং যাম্না লাইবিক লাইশুদা থৱাই যাউবগী চাং হেংগৎলকলি। নিপী মচাশিংনা চাং হেংগৎলকপা অসিদা থাজ যোনজবা, লুহোং খোংদোংবা হাযবা পুন্সিগী তঙাযফদ্রবা শকক অমদা খোংদাবকপা মতমদা মতিক চাবা নিপা মচা ফংঙকলোইদবা, মবেং মামানবা থোকতবা থেংনববা যাই হাযবা চিংনবা পোকনবকপা যাওনবে। হাযফেৎ হাযফেৎ লাইবিক পাবা ঙমজবা স্কুল লানথোকতবা নিপা মচাশিংগী মবাইবকতা কলেজ কাজবী নিপী মচাশিং মশানা যানিংদা যানিংদা লুহোং খোংদোং যাওনবক্কনি হাযবসি খন্নবকলে।

হীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-১

নুংশিতোম্বী কৌজবী নিপী মচা অসি সিলেট শহবদা চাব-থকপা ৱাৎচদবা ইমুংমদা পোকচবনি। অঙাং ওইবিঙৈদগী ইশু তপচবা লাইবিক তমবদা মবুকনিং চংজবী নিপী মচামনি। লাইৱা য়ুমবান মবকতা চাওজরবসু মশাগী হোৎনা কনবগী মবম ওইবনা ডিগ্রী লানবদা অপম্বা ওইখিদে। লুপ্তাবী ওইজববসু মমানা মচানিপীবু মতিক চাবা নিপা অমদা থাজযোনজবা ঙমগনি হাযবা আশা অমা থমজবম্মী। খবনিগী মনুংদা মচা নিপী সবকারগী থবক অমা পাইখ্রে। অদুবু লাইবা মপোকতা পোকলুবগী মবমনা অদুগী মথক্তা নিপীমচা অদুগী কুচুসু শানদবা মপা লৈজদ্রবা ইচা নিপীগী মফম অমা নাইবা ঙম্মদি হাযবা ৱাখলনা

নুংনাংদুনা লৈবে। অসিগী মবকসিদা খুন লৈকাযগী পুন্নমক মবিমতাই যাওনা যারবদি অমবু অমবু ওইববসু অফা নুঙাই খন্দনা হাযববা অমদা, শিনজনবা যাবা অমদা মফম নাইহনখ্রসি হাযবসি তকশিল্লকলি। লৈকায খুনগী পাংহাই হাযনবসিদা চুম্মগদ্রা হাযনা স্কুলগী থোঙ লান্দবা কাবক শাবক তম্মুবা নিপা অমদা মচা নিপী থাজবা তাখিরম্মি।

ব্রাফমসি খন্ননিঙাযনি। হাযনা চৎননা, লুহোং খোংদোংনা যুম পানখিবা অসিদা নিপীদগী নিপানা থাক হেম্বা, নিপীনা নেম্বা অসি থোইদোকনা খন্নদে। অদুগুম্বা নিপাদগী নিপীনা চাং হেম্বা থেংববসু ব্রাংঙসু খন্নফম থোকতে। মীতৈগী ওইবা চৎনবোল যুম্বানরোলসিদা থেংনবিবা অসি নিপাশিংনা ব্রাযেক চংনদে। নিপীনা ফনা খঙ-হৈবসু মরা চৎনদবগুম ওইনা তৌই। মবম অদুনা লাইবিক লাইশু খঙ-হৈবা নিপী য়াউনবিবা অসি চাখুম থাং মযা তাবগুম শিজন্নদে। ব্রাফমসি নৌহৌনন্য অমুক খন্থনা যেংলগা মফম মতম চাবা হৈশিংবী খংহৈবা নিপীশিংগী থৌনা লৌশিং হাপ্লিফম থোকই। খঙ-হৈবা হাযবসি নিপা নিপী হাযনা খাইদোকপা চুমদে। অচুম্বদি চুম্মি হাযনা লৌফম থোকই। ব্রাফমসি বাংলাদেশতা লৈজবিবা মণিপুরী ইকপচাশিংনা শৌগৎপিবদি খুন্নাইগী চাওববা থৌদাং অমা পাংখোকপনি হাযদুনা লৌবা যাই। হায্যবিবা ব্রাফমসি মতিকচানা খন্না নৈনবগা থবক ওইনা পাংখোকত্রবদি অকাযবা কযা মাংদা থেংনববা যাবগী খুদম লাকখিবা যাই। মবম অদুবু মতিক চাবা নিপীচা শিংবু মতিক মগুণ হাপ্লিফম, ইকাই খুম্নবিবা যাম্না মথৌ তাই। নিপী নিপা খাইদনা মখা চৎথনা লাইবিক লাইশু তম্নবা হোৎনবা অমসুং নিপীচাশিংবু কদাযদা শোইখিগনি হাযবসি যেংশিনবদি মথৌ তাই। লাইবিক লাইশু মতিক চানা হৈববী নিপীচাশিং খুনাইদগী চাওখৎ খোংদাংদা শরুক যাহনবা তঙাই ফদ্রবা থৌশিনমনি। মসি মতমগী ব্রাফমনি। মমিং চৎচখ্রবা সম্রাট নেপোলিযনগী ব্রাহৈদা অসুম্না থেংনহল্লী 'Give me a good mother I will give you a good nation' সম্রাট নেপোলিযন্না মঙখিবা মঙ অদু হৌজিক যুমথোং খুদিংদা মঙফাওনবকলে মতিক চাবা মামা ওইবী কযা চোংখোকনবকলে। অদুবু নিপাশিংনা মখোযবু হায হুম্না চৎপগী লম্বী যাৎপিদ্রি। মখোযবু কৈদৌনুংদসু ফমেন ফম্বগী যাথং পিদ্রি। মণিপুরী খুন্নাযসিদা মথৌনা মগুণ কযা চোংখোকলিবী নিপীচাশিংবু মথৌ হাপ্লিবা ঙমলবদি চহি ১০ (তবা) গী মনুংদা কবিগুম্বা অনিংবা অমবু থুংনবা মহৈ য়ালহনবা ঙম্বা যাউবগুম ব্রাথোক কযা শেমদোক শাজিম্বা যাদনা তাংখাই তাংখাই তানদুনা লৈরিবা অসি শাফদ্রবসু অতৈ অহোইনা চাওবা চাওববা ব্রাথোক কযা লাকলবা যাই হাযবসে তঙাইফদ্রবনি। ঐখোযনা হৌজিক হৌজিক লৈবিবা হিংলিবা মীহিং অসি মীশিং লিকচখ্রবা কাংবুশিংগী লুববা তাংফমমনি। হাইবিবা লুখ্রবা তাংকক অসি থেংননবা মতিক চানা শেমশানা লৈবা নৎতনা ঐখোযগী লম্বী অতৈ লৈতে। তাক তাকবা মতমদা হকথেংনবা তাই। অসি নত্তনা লৈপাক অসিদা ঐখোযনা হিংবা ঙামলোই।

মণিপুরী লুচিংবশিংগী মওং মতৌ অমসুং হৌজিক্কি মওং

মালেমদা লৈরিবা মীশিং লিকপা কাংবুশিংগী হৌন চৎনরোল (Traditional Social Structure-TSS) অমত্তা নৎতনা কযা থোকনা লৈবা থেংনৈ। হৌন চৎনরোল অদুনা মশা মশাগী খুন্নাযগী মনুংদা থোকলকপা থৌবম পুন্নমক পাংখোকনবা হোৎনৈ। মীতৈগী মনুংদা লৈপাক হাযরিবা অসি খুন্নায অমগী চাওখ্রবা ব্রাযেল চৈরাক থম্বা ঙম্মিবা লোইশঙ অমগুম্মি। হায়রিবা লোইশঙ অসি মীতৈ তাবিবা লমদমসিদা খজিক খারাক খেন্নবা থেংনরবসু মওংদি অমত্তনি। লৈপাক পঞ্চাযেতকী থবকসি মরু ওইনা মীতৈনা

তাবিবা খুঙ্গংসিদা থৌদোক ৱাথোক কযা লোইশিন তেমশিনবগী থবকশিংনি। লৈবাক্কী অঙম অথৌশিংনা ৱাযেল তাবিবম্বশিং অদু মযাম্না কোক নোন্না যানৈ। অদুবু হৌখিবা চাহিচাশিংসিগী মনুংদা ঐখোযনা উবা ফংলিবসি হান্নগুম লৈপাক্কী ৱাযেল কি-হঙ্গোয়না যানবম্বা অদুমক্তি নত্রমালে হাযনা খল্লি। মতমগী যাওল মতুং ইন্না মীওইবশিংগী অওনবা কযাগী ইথিলনা অহোংবা কযাগী শাফুনা লৈপাক্কী ৱাবেপ তাজববসু যুখলগী মকমদা কেকুৎ লোৎপী/ফাওদোক ফাওজিন অমদি অদুমক উদুনা লাকলিবা অসিনা লৈপাক ফালুগী মতিক মযাই মাংশিল্লকপগুম তৌবমালে হাযবসে খন্নদবা নত্তে। অসুম হাযনা মতিক মযায যাওবকতবগী মবমসি হান্নগুম অহল লমল উবগা থকসি খ্বাইশি নাযনবম্বা অদু কাইথবকলিবা মতৌ অসি মতম্না চমফুৎ ওলহনবনি। হাযবদি চৈৱাক পিনবা সংস্থান অদুগী মপুং ফাবা চপচবী দন্ডি থাদবা/পিবা ঙমদবা অসিনি। শেংনা হাযবদা সবকাবগী অযাবা (State Recognition) লৈতবনা লৈপাকনা পিবা দন্ডি পাংথোকপগী শক্তি লৈতবননি। অমবোমদনা লৈপাক ফালুগী মকোক মক ওইবিবা মীওইনমক মীচামীখল নাইবা, অচুম্ববু অবানবা শিবিবা অসিগুম্বা মযেক শেংদবা থৌওং থৌশিন কযা অমসুং তৌকবিবা থবক অদুদা কবি ওইবক্কনি হাযবা পোচৎ উদনা (Out look) থাংলুবা পো ওইবনা পো যাকপা হাযবদু থোকই। অসিগুম্বা মশাবু চুমথোকচবা ঙমদবা মবমনা মীতৈ লৈপাক ফালু ফিবেপ চাদবা ফিভম অমদা লৈবা ওইনা তৌই। সমাজ, লৈপাক্কীনি হাযনা ৱাবেপ তানবা ওইববসু থৌওইদবা নাচুংবিদবা ওইনা তৌনবে। অসিমকতি ৱাযেল/ৱাবেপ পিবিবা লৈপাক ফালু অদুগী মাংজবনি। অকনবা চৈবাক পিবা ঙমদবা ফাবা, পুনবা, হাৎপা, তুপ্পা ঙমদবা ওইবনা অচৌবা দন্ডি ফংগনি হাযবা লৈতবা কৌবনিনা কবি কবিগুম্বা ৱাবেপ তানখিবা ৱাফম অদুগী মথক্তা চুম্মীগা লাল্লেগা মাইকৈ মাইকৈ তানদুনা ফিবেপ তাবা ঙমনদে। অসিগুম্বা মওংসি উদবা খংদবা নত্তে। তৌইগুম্বতুং খবা উশিন্নদা, তাশিন্নদা তৌদুনা তৈশিন্না তোকশিনবাঙাকনি। হান্নাগুম চুং ফিবান চুম্না লেপনবা অককনবা অদু লৈনবকত্রে। সমাজ অসিদা হৈশিংবা মশাগী ওইজবতা খংবা কাংলুপ অমনা লৈপাক ফালুগী নামা-দা মখোযনা মখোযগী যানিংবা মাইকৈদা থৈজিনবা হৌবকলে। থৈজিনবা, ইনবা তাবোইদবা থৌদোকতা মখ্বাং মেৎনা থাপনা লেপতুনা তাঙ্গা যেংদুনা মযামগী মওং মতৌ যেংদুনা লৈথোকপা ঙম্মী। মখোযগী মীচা মীখন নাইবা মীৎযেংনা সমাজ অসিগী থৌদোক ৱাথোকতা হনচক ঙাচক শাদুনা হৌন-লীচৎকী ৱাংমদা শিনজল্লকপা থবক ওইবসু তবাই তবাই খম্বোকপদা অকাযবা লৈতে। অসুম হাযনা মখা চৎথবকপা থৌওং কযানা লৈপাক ফালু মশাগী কযাৎ কাইথবকলে। অমবোমদনা লৈপাক ফালুদা যাওবা মীওই মিশক খবা মশাগী ওইজ ওইথকতা খংবা কাংলুপ অমনা সমাজকী খবা তৌঙম্বা মীওই মীশক্কী মচিন মেল্লগা মবি মতাং শাগৈ নাতৈ খুৎকন পাঙম্বা কাংবু অমগী মতেং লৌবগা মখোযনা পুনিংবা মওংদা ফিবেপ তাশিন্নে। অসিগুম্বা মওংসি যৈখায থুগাইনা নৌহৌননা থবক পাইখৎত্রিঙৈ চাওখৎ খোংথাংগী থবক পাইখৎপদা অপনবা কযা লাক্কদবা লৈববনি। মীশিং লিকচত্রবা সমাজ অসিগী মবাইবকতা কবি থোকলক্কদবা মীপাই থিদবা ঙমদে। সমাজ অসিবু হিংহনবগীদমক লৈপাক ফালুবু অতৈসু মপাঙ্গল হাপ্পিবা যাম্না মখৌ তাই। লৈপাক ফালুগী মনুংদা হনচক ঙাচক শাবিবা মশাগী কানাবতা থিদুনা লৈবিবা কাংবু

অসিগী মখুৎ থুদেকপিবা নত্তনা লৈপাক মপু ওইগদৌরিবা অত্তম অথৌসিংগী মাই পাকনিঙাই উদে। মতমগী খোংলৈ মতুং ইন্না লৈপাক ফালুনা পাংথোক্কদবা থবকশিং মচা তনা শেমদোকপগী মথৌ তাবে। মথৌ তারুবগী মরমসি হান্নগী চৎনরোল থৌগল্লোন অদু চৎনরকতবা। চৎনবকতবা কযাদং অসিবু হৌজিক্কি মওংদা শেমদোক শাদোকতুনা মপাঙ্গল হাপ্পিরবদি খরা শাফগনি হায়না খল্লি। লোইনা লোইননা লেপনবা রারেপশিং লৈখা তাদনবা মতিক চাবা চৈরাক দন্ডি পিনবা শিনবিবা ওইববদি লৈপাক ফালু পুরিবা অত্তম অথৌগী মাই পাকপা হেনগনি। মশাগী অখুবা মীৎয়েং থাদোকতুনা লাপনা, শান্না য়েংবা মীৎয়েং পুশল্লগা হান্নগী মতিক মগুণ লৈজবম্বা লৈপাক ফালু অদুমক হিংহন্নবা হোৎনবা তঙাইফদ্রবা থৌদাং অমা ওইফম থোকলবনি। রাফম অসি চরা চরা খনদোকপিদনা ঐখোযগী তুংগী খোংচৎতা খোংদাং চুম্না থাংবা ঙম্নবা পাথাপ অমা শেমগৎপদা নাকপক নাকপক তানদনা অমত্তা ওইবা লিংজেল শাগৎফম থোকলবনি।

ঐখোয়গী চাংযেং অমদা হৌজিক মণিপুরী খুন্নাযদা খংবা হৈবা, মতিক মগুণ চাওবা মীওই মচি মচিদা থুপতুনা লৈতবদি নত্তে। মতম তাবা মতমদা মখোয়শিং চোংথোকররকতুনা মতিক চাবা থৌদাং লৌখিবগী খুদম লৈখি। হৌজিক হৌজিকনা সমাজ/খুন্নাইগী মতাংদা কনামত্তা চোংথোকনিংদবা ওইনা তৌনরে। চোঙথোবকতবগী মরমসি খন্না য়েংবদা মতিক মগুণ চেনবা মীওই মীশক লৈজবম্বা মখোয়না সমাজ খুন্নাই পুখৎলম্বগী মখাদা তুংইনবা কাংবু অমত্তা মখাদা চোংথোবকতবা, মশাগী অহোবা মফমসি মেনশিনবা ঙমদবা অসি ওইগদ্রা হায়না খল্লি। মবম অসিনা মথং মনাও নাইনা সমাজ খুন্নাইগী থবক তৌনিংবা থোকলকতবা নত্রগা থোকহনদবা ওইবসু য়াই।

ফুম্বনেদুনা উংদুনা লৈথোকপা অসিমক মলেমদা লৈবিবা মীশিং লিকচবা কাংবুগী চাওরাকপা হৌনশা অমনি। মীশিং লিকচবা ফুকপ অমগী মপু ওইবিবা মণিপুরী কাংবুসু অউংবগী নুংশিৎ লৈতবা নত্তে। কনাগুম্বনা রাফমসি হেনজনমল্লে হায়না খনবা যাই। মীতৈদি খরবু হেন্না বং চুবা ওইনা তৌই। হৌজিক্কি শুবোনশিংগী মনুংদা মজাতিবু নুংশিবিবা কাংবু অমনা মশাগী ওইজা ওইথক থাদোকতুনা থবক কয়া শুজিল্লকলি। লেপতনা চৎথরকলিবা মখোযগী থৌনা লৌশিং, শান্না যেংবা মীৎযেং রাৎপনবা মওং অমদা লাকপা ঙমনদ্রি।

পাইখৎকদবা থবক পাইবা ঙমদ্রি। অয়াম্বা মতমদা মতিক চাদবা লাওখোংবা কনবা অমনা হেকতা লুচিংদুনা থবক পাইখৎপদগী অকাযবা কযা থোকপা থেংনরে। মীতৈ সমাজকী চাওখৎ খোংথাংগী রাফমদা সরকারগা মরি লৈনবা অরাংবা থাক্কী মীওইশিংগা সমাজ খুন্নাইগী মরমদা রাফম, ঐখোযগী লুচিংবশিংনা হৌজিকফাওবা নিঙাই তানবা (Bargaining) ঙমদ্রি। সরকার পুরিবা লোইশঙশিংদা সমাজ/খুন্নায়গী অরাৎ অপা থাংগৎপগী রাফমসি খন্নবদা যাউদবগুম মমল লৈহনদবগুম তৌই। মসিমক সংগঠন পুরিবা থৌবুরেলশিংগী অশোনবা মাইকৈ অমনি। মণিপুরী ফুরূপচা অসিবু মাইকৈ খুদিংদা চাওখৎহনগেমক বল্লদি সরকারগী মতেং লৌদনদি চাওখৎপা মপুং ফাবা ওইরোই। সরকারগী মতেং লৌবগীতমক হৌখিবা চাহিচা কয়াদা পানখিবা সরকারগী থোঙ হাংদুনা ঙাইদুনা লৈরবসু মীতৈগী মাইকৈদগী কনাসু নোমবী চেনবীনবা মী চোংথোকখিদে। মতম অদুদা নোম্বীনবা মী অমতং চোংথোকলমলবদি খুবাকতা তোপ

হেক তারক্কদবা ওইনা লৈরিবনি। সমাজকী মকোক ওইনা চেন চোংঙিবা কাংবুসিং অফবা থবক কয়া পায়খৎখিবগীতমক মীপুম খুদিংনা শোন্নবা থেংনৈ। অমরোমদা হনচক ঙাচক শাদুনা লৈকায খুল্লকতা ফরক তাহনবগীদমক তাখিনবা যাউদবসু নত্তে। মশা মশা ঙাকথোকতুনা শিংনা চৎপগীদমক সমাজকী লুচিংবাশিংদা হেন্না হেন্না থেঙ্নদবা নত্তে। করি করিগুম্বা মশাগী পাংথোকপা ঙমদবা অদু কুপশিনবগীদমক অমসুং লুচিং পুরেনগী ফমদি থাদোকনিংদবা মরম ওইদুনা নমহানা অকন অরিং শিংনদুনা হৌগৎলকলিবা লাইরিক লাইগু হৈবা নহারোলশিংবুসু মকোকতা তিন চংহনবিরে। মকোক তিন চংহল্লবনিনা ঙাংনা শাকনবা য়ানদ্রে। পবা থারম্বা অদুগী মখাদা চৎথবা যানদ্রে, কয়াতা ফরক তানববা। মতাংসিদা চানাচুনবা থোকপা ইংরেজী ডেইলি নিউজ পেপার অমদা অসুম্না থেংনখি 'Some body can mistake for some days or Some body can mistake forever, even everybody can mistake for some days but everybody cannot mistake forevere' ফরবসু মীতৈ, ফত্রবসু মীতৈগী ওইবা ইহুন অমদি হায়নরিবনি- হৌজিক্কী নহারোল মনুংদা মতিক মগুণ চাওবা যাম্না চোংথোকনবকপা থেংনরে। মখোয়বু নমথদুনা থম্বা হাযবসি ঙমফম থোকতে। থিজল্লুবগা মীতৈগী মনুংদা অল্লাৎপা লৈতে। হোৎনরগা, থিরগা ঐখোয়গী মনুংদগী লোইনা থোরক্কদবঙাক ওইনা তৌরিবা অসিবু মতিক চানা তাক তিকপা অমা য়াউনা অমম্বা লম্বী পুম্নমক নমখাযদুনা অঙানবগী লম্বীদা নহাবোলশিংনা পুখৎলকপা ঙমগনী হাযনা থাজবা থম্মি। নহারোলশিংনা মশা মশাবু অতৈগু হেন্না চেকশিন্না ইকচবমদি চংগনি। মীতৈ মচামা ওইনা মীতৈগী অফবা পামদবা হৌনদে - অমমবা পাওতাক পিবা, পৈশা চৎতবা মশিং থিদুনা শানবা, মীগি কোকতা তিন চংহম্বা কাংবুদগী খরা থাপনা লৈথোকপনা ফৈ। সমাজকী লুচিংবশিংনা নহারোলবু মাইকৈ চুম্না মমাই লৈবিবা, অচুম্বা লম্বী পাংনা চৎহন্নবা শিনবিবা হৌজিক ফাওবা ঙমদ্রি। অখং অহৈ অহন ওইবশিংনা হৌজিক্কী শুবোনশিংবু তুংগী শুরোনগীদমক মতিক চাবা লুচিংবা অমা শেমগৎথনিংবগী মওং উবা ফংদে। মশাগীদমক ওইজতবা খন্‌বা কাংবু অমনা অনৌবা শুবোনশিংদা লুচিংবা পোকলকতনবা শিনজনবনি। নহারোলনা তুংগী মপি মপা অমা ওইরক্কদবা অদুবু শৌগৎপিবিদবা হাযবসি ফুরুপ অদুগী চাওখৎ খোংথাং কযা শোম্বহনবনি। নহাবোল হৌরকলিবা শুবোন্নসু মথক থোঙবা অহনশিংবুসু ইকাই খুম্নবা উৎপিদবা হাযবসিসু চাওখ্রবা মরাল অমনি। অমনা অমবু ইকাই খুম্নবা উৎতবা অসি লমদম অসিদা চৎনবা ওইনা তৌরি' মসিমক ওইফম থোকতে, য়াম্না ইকাইনিঙাইনি। মশা মশানা অঙম্বদা সমাজপু চাওখৎনবনি বন্না শুখিবা থবকশিংদা মাই পাকখিদবা খরা যাউবিবনি। অফবা থবকশিং অদু ফাওদি থাগৎপিবা ফবনি। থাগৎপিবা খরা যাউদ্রবদি মথংদা কন্নানা চুক্লি পাইবগনি। অফববু ফৈ হাযবিবা, মতিকচাবা মীওই মীশকপু ইকাই খুম্নবিবা থৌগল্লোন চংবগী চৎনবী অমা হৌদোকপা মখৌ তাই। মীতৈ মচাগী মনুংদা লৈপাক অসিগী সরকারগী/এনজিওগী অঙম অথৌ অচৌ অচৌবা ফমদা থবক তৌনবা য়াওরিবা অসি মণিপুরী হাযবা ফুরুপকী চাওথোকনিঙাইনি। ঐখোয়বু ইজ্জত হাপ্পিরিবা অচংবা মচাশিংনি। মখোয় খুন্নাই অসিগী চাওখ্রবা লন অমনি। ইজাতি খুন্নাযবু থাকরাংনা চাওখৎ খোংথাং পুখৎপা য়ানবা হোৎনবদা চাওথোকনিঙাই ওইরবা লনসিংবু ঐখোয়না তরাম্না পুশল্লকপগী য়াম্না মখৌ তারে।

হান্নগী, হৌজিক্কী অমসুং ওইরক্কদবা খম্বরুবদা

অব্রাৎ অপা লৈনরমদে। ঙা চাক মবাং কাইবম্মী। ফৌ কোৎ চোন্নবম্মী। অব্রাৎ অপা লৈতনা নুঙাযনা লেন্নবম্মী অসি ব্রাবী লিদুনা তাহন্বা নৎতনা অতৈ কবিসু হাযনিঙাই লৈবকত্রে। মদুগী ওন্না তৈনবা ঙা-চাক তাংখ্রবা, চাক চবা অমা চানবা হোৎনবদা ফেব ফেব লাউনবা মতমনি হৌজিকসি। লোইনা মঙগুমখ্রে। হৌজিক হাওবে ক্রেম ক্রেম লাওবি হাযনা চানবিবা অসিসু ক্যামিক্যাল যাউবা পোৎঙাক ওইবম্মে। ঙা অতেকপনি খন্না কৈথেলদগী পুবকপা ঙাদুসু ফবমালিন (হ্ মখল অমা) তৈবা নত্তে হাযনা হাযবগী খুদোং চাবা লৈত্রে। তকৎ তকৎ তেকপা, যানশিনদবা পোৎ চৈ নত্তনা ফংবা ব্রানবকলে। অদুদগী হেল্লদুনা অনাবা লাযেংনবা হিদাক লানথকতা শেনদোং হেন্না ফংবগীতমক নৎতবা পোৎ যানশিনবিবে। অনাবা ফবদি লাইবদুনা অনাবা হেন্না লাইকন্নবে। থকননবা ইশিং, হিংননবা ইশিং থকপা যাবকত্রে। বিজ্ঞানগী মতেংনা মীগি পুন্সি শাংদোকনবে। কুইনা পুন্সিহল্লে হাযনবিবনি। অদুবু মীতৈ মনুংদা মশিগী কান্নবা শরুক অসিগী ব্রাফমদা খবদি তাইওন্নহনবগুম তৌই।

মীতৈ খুঙ্গংসিংদা অম্ভোকনা অহন ওইবশিং লৈবম্মী। চহী ৮০/৯০ শুবা অহনদি অতৈসু যামম্মি। অদু ওইববদি হান্নদগী হাযকববদি অহন লৈতবা নহাগী খুঙ্গংনি। হান্নগী অহনলমন ওইবশিং অম্ভোকনা মশা যাংনা লম্মী থোংদা চৎপা থেংনবম্মী। য়ুম অমদা ইপা পোকপা ইপুনা চিংবা ইপুধৌ-ইবেনধৌ লৈবা থেংনাবম্মী। মসি ইকুই কুইদ্রিবগী ব্রানি। চহি চামা লান্না হিংনবম্বসি ঐখোযগী শুরোনসিদা লাকপদা হেল্লবদা চহি ৭০দগী হেন্না উশিল্লকত্রে। চহি তবামুক্কী মনুংদা লৈনখিদবা অযাম্বনা চহি ৬০/৬৫ দগী হেল্লোয। কুইনা হিংবগী চাংসি নোংমা নোংমগী ব্রাৎশিল্লকলে। মসি চাকচা ওনথোবকপগীবা হাযনা খল্লি। মীতৈগী চিঙ্গাক লমসিগী অতোপ্পা কাংলুপনা কযা থোইনা চানবমদে। অদুবু মীতৈগী চিঙ্গাক শিদ হিদাক গুম্বা হকচাং কযাৎকী কানখ্রবা, হেন্না তেকখৎহন্বা মচং কযা যাউবম্মী অদুবু ঐখোযনা তবাই তবাই থাদোকখিবা অসিনা অনা অযেক হেল্লকপগী মবম ওইখি। চকযেন, চেংগুম, উযেন থোংবা অসিবু অতোপ্পা কাংবুনা হৈনবমদে-অদুবু মখোযনা থেংনা খংলকপা চকযেন, চেংগুম, উযেন হৌজিক নৌনা চাবা হৈনরকলি। ইবোনবা, শিংজুদা শিজিন্নবিবা তোনিংখোক, মযাংবা, ফকফাই, লৈখামান শম্না হাযববদা মীতৈ অহল লমন্না শিজিন্নবম্বা চিঙ্গাক পুনমক হাকচাংগী যাম্না কান্নবা ওইরম্মী। মীতৈগী চাকচাদা শিংথানিঙাই ওইবসি চমথোংনি। থাউ যাউদনা থোংবা হৈবগী টেকনিক মযামসিনা হকচাংদা কানবা হেলহল্লী অমসুং অনা অযেক ঙাকথোকহনবা ঙম্মি। মনা-মশিংসু চিংমানদগী তপ্পা তপ্পা মাংশিল্লকলে। নোংজু নুংশা মতম চাদবা মবম কযানা। খুল্লক লৈবকতা মবাং কাযনা হৌবম্বা মনা মশিং নোংমা নোংমগী লেপকং কংবা থেংনবক্রে। হান্নগী অচম অবাক থাদোকতুনা মতমগী চিঙ্গাক হৈনকবা কযামা কুইনা হিংনরকত্রে। অসিগুম্বা মওংসিদা শহবদা লৈনরিবা কাংবুশিংনা অহল লমন্না চানরম্বা চিঙ্গাক অযাম্বা চা যাদবা মীগি মমাংদা পুথোকপা যাদবা মথেলমনি খন্দুনা চাবা তোকনরকলে। কনা কানাগুম্বদি চাবা হঙ্গোযনবসু যাওনরিবনি। কানখ্রবা চিঙ্গাক অসি থাদোকতুনা ফাস্ট ফুড, ঙা, শা চাবদা লাযকননা অনা অযেক্কী মকোন থুহন্নবা ময়াম্মা যাউনরে।

মৈহৈরোনদগী শাগোন্ননা লাকলবা মীতৈগী মশাগী ওইনা লাইযেংবগী পথাপ পবৈ তোঙানজবা শরুক অমা ব্রানা হিংজবিবা মাইবা, মাইবী, কবিরাজ হাযনা খংনবা মতিক চাওখ্রবা শিনফম অসি মীতৈগী খুন্নাযদগী তপ্পা তপ্পা মাংশিল্লকলে। অনাবগী লাইওং

লাইশক পুকলি হেক পাইনা শুধবদা লাইওং হেক হলহম্বা ভম্মী। খেন যেংনা ওইখোকতবা অমবু হেকতমক ইশেঙ শেংনা হাইদোকপা ভম্বগী চাংযেং খেন যেংনবা অসিসু মাংথবকলে।

লাইতিনগী শউম ফংবা মীওই মীশক অমবু লাইগী মিংদা চাকথা পিবগা অনাবু অদুবু ফহনবা ভম্মিবা, উশিন পিদুনা কোকহম্বা ভম্বগী থৌদাং অসি অরামন থিদনা খবা হেক পিবা অদুনা লাযেংনবম্মী। মখোযদা অযাম্বদা মমিৎ কাবাম্ব থেংনদে। থাজবনবা, কিবনবা, চৎনবী ওইবনবা মতমদুদা শিবা যাবা অনা অযেক কযা কোকনখিবগী রাবী লৈ। হৌজিকতি মাইবা মাইবীনা লাযেংবা থেংনদবে। খুথেকতা অমা অনি লৈবা ওইববসু মতমগী চৎনবী ওইনা শেন থুম যাম্না তিংনবে। হৌজিকতি কযাসু থাজনবকত্রে।

অমবোমদনা হৌজিক্কী নহাবোল অযাম্বনা লাইবিক লাইশু তম্নবা কাংবুশিং থবক থানা পানবা কৌবনিনা ময়ুম মকৈ থাদোকতুনা নুপী অঙাং পুখৎতুনা শহবদা লৈনবে। মরম অদুনা মপা মমা অহনলমন খুল্লকতা লৈহৌবশিং মচা মমৌগী সেবা ফংনদবনা অযাম্বনি। মতমচানা লাযেংবা ভমদবা, হৈদাক লাংথক পিজবা ভমদবা মবম্না কবিসু লৈতবা অনাবনা মশা কেম্বা শিবসু যাউনবে। চুম্নগী অহনগী লৈনা ওইজবমগনি হাযনা লাইথোকতুনা মতম চানা লাইযেংখিদবা, কনাগুম্বা শেন থুম মবাং কাইদনা লাইযেং ভমদবা, অশিগুম্বা মবম কযানা খুল্লক্কী অহনশিং লমাখাংদা পুন্সি লোইনবসু যাউবিবনি। রাফম্না তাবদি অহন ওইবদি খবা চেকশিন্না যেংবিফম থোকপনি।

হীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-১

চহি ৬০ শুববা অহননি। খম্বা কৌই। মৌলভীবাজাব জেলাগী কমলগঞ্জ উপজেলাগীসু মনুং চম্বা মীতৈ খুঙ্গং অমগী বাবিনি। লৌউশিংউনা চাজবম্বা মীশক অমনি। হৌজিক অহন ওইবনা ভমদ্রে। মতৈ-মানাও অনিমকসু অহন ওইবে। মচা নিপা অনি নিপী অমা পোকচৈ। মচা নিপা অমা টেকনিক্যাল থবকশুনা নিপী অঙাং পুনা শহবদা লৈ। শেন থুম যাম্না হেন্না মবাং কাইজদে। তুংশম্বসু ভমদবা অদুগী মথক্তা মচা অনি কলেজ থাকতা লাইবিক লাইসু তম্বা লোইদুনা থবক অমা পাইখবে। মহাকসু নুপী অঙাং পুদুনা শহবমদা লৈখ্রে। মাক্কীসু মবাং কাইজদে। মচা নুপী অমনা চহি অনি মমাংদা খুঙ্গং অমদা প্রাইমাবীগি ওজা অমগা ময়ুম পানখ্রে। মচা পুনমকনা অহন ওইববা মপা মমাবু কাওদে - নিংশিংভি। অদুবু থবক্কী অচিম্বা কযানা শেনথুম মবাং কাইদবনা মপা-মমাবু মীকুপ অমগী যেংবা চৎপা ভমদে। মবক মবকতবুদি শেন থুম ইপি পিদবা নত্তে। অহন অনিগী মবাং কাইজৈ। মশাগী লৌবি ইংখোল খবসু লৈজৈ। নোংমা খম্বানা মচাশিং ছুটিদা ময়ুমদা লাকপা মতমদা পুক থিংকক থিংকক তৌই হাযনা নিজৈ। খুল্লককি ডাক্তাব অমা তান্নদুনা হৈদাক লাংথক খবা পিজনা যেংভি। চহি অমা খবা হেন্না কানববসু মথংদদি কানফম খংলকত্রে। অদুদগী মচা নিপা অতোম্বদুনা শহবদা পুদুনা ডাক্তাব যেংহল্লি। টেস্ট মযাম্মা তৌদুনা যেংবদা পুকতা ক্যান্সাবনি হাযবে। ডাক্তাবনা অসুম্না হাযবকখি - থা ৫/৬ মমাংদা যেংলম্মদি হৈদাক লাংথক পিজদুনা কোকপা যাবম্বনি অদুবু হৌজিকতি থেংথত্রবা কৌবনিনা অপারেশন নত্তনা উপায লৈতে। ডাক্তাবনা হাযরকপা মতুং ইন্না য়ুমগী লৌবি ইংখোল যোম্থোকতুনা চহি অমাবোম লৈববা মতুংদা লাই খুযাদা লানবা তাখিবম্মী। মপা লৈত্রবা কৌবনিনা মমাদু শহবদা পুথৎলকলে। অহন ওইরবা মমা শহরগী মীবৈ চাবৈদুগা চুনবা ভমদে, হৈনদবদা খম থেংভি। খুল্লকতা লৈজবম্বা য়ুম লৌবি ইংখোল লৈত্রে। মবি মতাংসু লাপথোকনখি।

অসুম হাইনমক ওইনি হাযবগী ব্রা নত্তে। অহনসিং লৈবিবসিং যাবিমখৈ মতম চানা লায়েংবিদুনা করম হায়না লাই খুযা যৌহনবা যাই হাযবসি খম্বুবগী মতম লাকলমালে হাযবসি খল্লি। মসি মশা মশাদা থোকলোই হাযবা অককনবা লৈতে। মহৈ মশিংগী মতুং ইন্না নহাবোলসিং মপানদা থোকনখিবা যাউবনা খুল্লক লৈবকতা হৌজিক নহাবোল লৈনদ্রে। অহনসিং যাম্না ব্রানা লেন্নবে। মপানদা অযাম্বনা লৈনখ্রবা কৌবনিনা চেনচোংবা ঙম্বা ঙহাক্কী ঙাকথোক ঙাকশিন পুনমকতা অপম্বা ওইবকলে। মসিগী খুদোংচাবা লৌদুনা মীনসু উশিৎতনা তৌবা যাউনবকলে। মীগি থবক তৌবা কৌবনিনা নিঙকপদা চৎপা ঙম্বা হাযবদুসু থোকতবনিনা মপা মমা অহন লমনগী মনাকতা হেক লেপ্লুবসু ঙমনদে। অসিগুম্বা মওং মবম অসিনা কবি থোকলবা যাই হাযবদু খম্বুবা যাদবা মরম কযানা খবনি লৈবগা খুল্লকসিং শমজেৎ মযা অতেকপগুম হিংবদা ওহ্যোকনা ব্রারগদবা ফিবম উবা ফংঙি।

হৌজিক্কি মণিপুরী খুন্নায়গি শেমিৎলোন কাইথরকলিবা অমসুং লৌরি শিংজা মাংতাকথরিকলবা মতাংদা মীৎয়েং অমা

মীতৈ অযাম্বনা লৌবী ইংখোল পিকশন্নবকলে। হান্নগী মবাং কাইনবম্বা ঙা চাক ব্রাৎতবগী ব্রাবীদু পুব্রারীদা তারে। খরা খবা লৈনবম্বা মপা মপুনা চিং হাযগাযনা লমতু থমম্বা অদুসু যোম্বুকনখ্রে। শহবদা লৈনবা কাংবুসু লমতু যোম্বুকনবগী মওংসি শহবদা লৈবা খংদে লব্রাইদা লৈবা খংদে চপ মানৈ, ইখেন খেনদে। মবম অদুনা শহরদসু, খুঙ্গংদসু লমতু লৈনবা পুংশোং শোংনদ্রে। হৌজিক্তি লমতুসি তাংবগিদি হিংনি, মীনা পাক লৈবগি ফিবমদা লৈতবে। হান্না লৈনবম্বা লমতু যোম্বুকনখিবনা মযুমমকৈ লৈনরকতবগী মওংসি চহি তবাগি মনুংদা মীতৈ ফুরুপচাগী ফিবম যামনা শাথিরবা যাই। হৌরক্কদবা শুবোনশিং যামনা ব্রানা লেম্বা যাই। ব্রাফমসি মযামনা করি হযনা খন্নবিগবা খংদে, খন্নফম থোকই। কনা কনাগুম্বদি খনবম্বসু যাই। মসিগী মতুংদা সাংগঠনশিংগু খবদি খনবিফম থোকই। লমতু লৈনবকতবা হাযবসি মশাগি হিংবদা অমসুং চাওখৎ খোংথাং খুদিংদা অপনবা কযা ওইরিবনি। মালেমসিদা মীওইবা কাংবুসি নোংমা নোংমাগি যামশিল্লৎকপনা লমতু চহি ১০গি মতুংদা শেন লৈববসু লম লৈগে হায়বদা ব্রানা থোক্কনি। বাংলাদেশতা মৌলভীবাজাব জেলাগী কমলগঞ্জ উপজেলাগী মনুং চনবা আদমপুববাজাবগী নাকযেৎতা পাঙল (মণিপুবী মুসলিম) কৌবা ফুরুপ অমা লৈ। মখোয়শিং সু নোম্বা কল্লি। শেমিৎলোন ফজনা খংঙি। পুন্সিনবগী ব্রাখন চেল্লি। লমতু লৈগনবা ঙমগল্লি। করি কবিগুম্বদা শেন থুম ব্রাবা মতমদা বাজাব তাবা মনকতা তাংনা লম যোম্বোকলগা লৌ উবা যাবা লবুক লমহাং লৈবা থেঙনৈ। হৌজিকতদি চাউখৎপা লম্বী থোং ফবগী মবমনা বাজাব মনাক্কী লমতুদি নোংমা নোংমগি তাংখৎলকলি। পাঙলশিংগি মনুংদা লমশিং অসি মখোযনা লৈবা যানবা হোৎনৈ। পাঙন নত্তবা অতৈদা লম যোম্বুকপদা অথিংবা থম্মি। মসিনা কনাবদি মখোযগি মনুংদা লম অসি লৈবা তাথি। মীতৈগিদনা মসিগুম্বা অথিংবা অমসুং লৈবা ঙমদবা মরমনা মীতৈগি মরকতা মীতৈগি লম লৈনদবে। ময়াংনা লোযনা চংশিল্লকলে। পাঙলগি লৌখৎলিবা স্টেপশিং ঐখোয়গি তমজনিঙাইনি।

হীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-৩

গীরেন, নীরেন, ধীরেন অমসুং সুরেন মখোয মচিনাও ৪নি। সিলেট শহরগিনি। শহরগি মীতৈ তাব লৈরক অমদা মপা-মতোন পুন্না লৈমিন্নে। মচিনাও মরিমক লোহোংখোংদংঙে।

মচা ২/৩ যাওনবে। অঙাংশিং স্কুল কলেজদা তমনরে। লইরিক লাইসু তম্বগি খরচা হুনবদা মপামপুগি লৌরি ইজ্যোল খরসু থাদোকখরে। লৈরিবা লম খবা অদুনা তুংদা মবাং কাযনা হিংবগি ৱা লৈতরে। অদুদগি লৈজরিবা লম খরদু যোম্ছোকলগা ফঙক্কদৌরিবা শেনথুম খরদুনা শহবগি মপান থোকনা আহোংবা লম খরা লৈবগা য়ুম মচা অমা শারগা অদুদগী আবেম্বা শেন খবনা মীগি তোনশিনবা শেন শিংদোকলগা হিংনবা হোৎনবা যাউনবে। অসুম হাযনা তৌনবা কাংবুশিং মরকতা ফরক তানবনা য়ুমসু শাহৌদা, অমসু ওইহৌদা ভাড়াদা লৈনবসু যাওনরে। ফগদবা হাযনা যোম্থকনবাবা কাংবুশিং শেনথুম নোংমা নোংমগি লোযশিল্লকপনা ৱাবগী থাকতা লৈনবে। ফগদবা হাযনা শিল্লরিবা পোবমশিং ফৎতবদি নত্তে, মক ওইনদি মীগি শেন তোনশনবদগনী।

হৌজিক্তি সংস্থা কযাদগী শেন লৌনা শিজিন্নবগী খুদোং চাবা লৈবা অসিনা শেন খুদককি মবাং কাযহনবা লাই। তৌইগুম্বসুং শিনবা হৈতবদগী থোকলকপা ফবক অদুনা ৱাহনবা থেংনৈ। হিংবদা চংঙিবা মচাকশিং অমদি শেন থুম মমল লৈবকতবগী মবমনা মীতৈগী য়ুমথোং খুদিংদা শেৎচানবা লাংবদা যামনা ৱানৈ। মীতৈশিংনা পাযবিবা শিনফমশিংনা থোকলকইবা অমসুং তংলকইবা শেন থুমনা চা-থকনবা লাংবদা মারাঙ কাইজবা ঙমদে। অমবোমদনা হবাউ, কুমহৈ, শ্রাদ্ধকর্ম কুংবনা লুহোং খোংদোংবদা অউনপোৎ তিকপদা মচাশিং থাজা যোনজনবদা ফব ফব হাযনৈ। অসিগুম্বসিদা মীঙোনদগী শেন শকচনদবা ঙমদে। খুদোং চাবিঙৈদা কাংবু অমনা লমতু থাদোকপদু মখুৎ চন্নবা হোৎনৈ। কাংবু অমনা মবকতা শেনদোং চানবা হোৎনহৌই। সংগঠনগী মকোক মক ওইবা মীওইশিং লৈকাযগী নুংশিবিবা মীওইশিং শেনদোং তাল্লিবা মখোযগী মখুৎ মুখাযবিবা কনাসু চোংথোকপা থেংনাদে। অসিগুম্বা মওং অসি তৎতনা থোকলকইবনিনা চহি ১০গি মথাদদি সিলেট শহরগী মীতৈশিং লৈরিবাসিগী ফিভম ঢাকাগী তেজগাওদা মতম অমদা তারম্বগী মীতৈগী হৌজিক ওইরিবা ইতিহাসগী মওংদা তারগদ্রা হাযনা চিংনবকলে। মসিমকতি ওইহননিংদে।

নহারোলগী মফমদা থমজরিবা আপিল

লাইবিক তম্বা লোইশিনদ্রিবা নহারোলশিং অমদি লোয়না থোকনরকলিবাশিংগি মফমদা নিংশিংগদবা হাযববু- পুন্সিগী থাক ৱাংবা, পুনিংবা মাইকৈদা পুবা তাঙ্গদা লৈবা কৌবনিনা মচং ওইবা ৱারেপ লৌবগী চপচাবা তাংকক অমদা লৈবা মতমনি। অচুম্বা ফিবেপ কযা লৌবগী খুদোং চাবা মতমনি। মতমসিদা লৌবা ৱারেপতুনা পুন্সিগী ওইনা মামাই লৈদুনা পুবক্কদবা তাঙফমনি। নখোযগী ৱাখলদা ঐখোয়গী খুনাযদা চৎনবিবা পথাপসি চৎনদবা, অপুম্বা, মরম য়াওদবা তৌনা খল্লকপা মতমনি। আরাংবা সংস্কৃতিদা ৱাখল ঙাল্লবনা ঐখোয়গী মহৌশাগী চৎনবিবু মল্লে খম্বদা খনমম্বা ওইরোই। অহনলমনশিংনা পুগৈ চোন্না থমবিরম্বা খুনাইগী চৎনরোল মতমদুগী ওইনা খুদকতা শেমজিনবা পেত পেত মেৎলগা শাখিবদি নত্তে। য়ামনা শাংনা খন্ননৈনরগা পুথোরকপা মহৈ মরোংনি। মরমদি খুনাইগী চৎনরোলদা লৈরমলিবা মনুং হঞ্জন্না খল্লরগা অহোইনা ৱাহম্থোক লৈহনবা ঙম্বা বিজ্ঞানগী মীৎয়েংদা ইম্থোকপিবা ঙমদবা, মচাতনা মনুং হঞ্জন্না সুগাইনা মচালানা লৈপ্রবঙাকনি। হায়রিবা চৎনরোল, হৌনরোল শুরোন কয়াদগী চৎনরকলবা অসি লাইরিক ওইনা ইথোকতুনা লৈরমদবনা হৌজিক্কি শুরোনশিংনা তরাই তরাই খনবগী ৱাতনি। মলেমগী আতৈ আতৈ কাংলুপসিংগী চৎনারোল অমসুং লাইনিং লিচথকি মতাংদা, বিজ্ঞানগী ওইবা য়ুমফমদা কদায়ফাও চেৎপগে খন্নানৈনরিবা মতম

অসিদা, হৌজিক শুবোনসিংনা পাযখৎকদবা থৌদাংদি মীতৈগী মৈহৈবোল থিবনী। মীতৈনা চৎনবিবা লোনচৎসিংদা লৈবিবা পাথাপসিং অহোকনা চংখল্লি,মচাক মবল মবাং কাইনা লৈজবম্মী। অতৈসু হনজিন্না থিবগা, হুমনা থিবিঙৈ ফজা ফজববা অমসুং বিজ্ঞানগা শাগোন্নবম্বা অসি ঙকনিংঙাইনি। ইশাবু ইশানা শেংনা খংবা ঙম্বা হাযবসি আতৈবুসু খংবনি। নহাবোল হৈশিংবশিংনা আতৈশু হেন্না খন্নানৈনবগা অফবা কযাগু থোকলকখিবা যাই। চৎনবোল পথাপসিদা লৈবিবা মচাক অসিবু চুম্না ব্রাহস্থোক পুথোকপিদনা লান্না অর্থ হনবিবা অসিনা ঐখোযগী চৎনবিবু চাং নেমহল্লি। মশাবু ইকপা লোইবে খম্বা হৈনবা নহাবোলশিং মলেমগি চাওযেং মীৎযেংদা পিকলবা ফুরুপ অমগী তুংদা কবি হাযনা ওল্লক্কদবা ফিবম অমসুং হৌজিক্কী মওং মতৌ চপচনা লেপচবা ঙম্বা অনিগী মবক্তা কবম্বা মওংদা তবগদবা হাযবসি যামনা ব্রানা থোকই। অওনবা অমা পুবকপা হাযবসে অপিকপা ফুরুপ ওইরুবনা মশাগী হৌনা লিচৎ ঙাকপদা অমসুং হিংহন্নবা হৎনবদা অপনবা কযা থেংনদুনা পন অদু লাম্হোকনবা হোৎনবা তাই। লবুক লমহাং ঈথৎতগি চেহ্নবকপা ইশিংনা তুবেল পাংনা চেহ্নবকপগুম মাক্কী হৌবকফম মাংদুনা অচৌবা ঈপাকতা তাখিবগুম ফুরুপ মচানা হিংবদগু অসিগুম্বসি ওইবিবনি। অদুবু থিংবা যাদ্রবা ইচেল ইথৎকুম ফুরুপ মচা ঐখোযগিসু অওনবা অমা পুবকফম থোকই। হৌজিক্তি আবাপ্পা অনকপা খাইদনা, লৈপাককী পন লাম্হোকতুনা মালেমগী মীশিংদা খুথেকনবি। মালেমগী মীশিং থিবদা মিঙ চনবা যানবা অমসুং হিংনবা হোৎনবদা চংঙিবা মচাকশিং মশাবু ইকচবা অমসুং অওনবা অমা পুবকপা তাবনি। অসিগুম্বা অওনবা পুবকপা ঙামননবা হোৎনবদা মশাগী ফিবেপ চম্বা তানবদা থাদোক থাজিন তৌগদবা মচাকশিং লৈবিবনি। থাদোক্কদবা মবমশিংদি,

- মযামনা ইযা-যানদনা মশাতনা যাবা, মশাতনা হৈবে, শিংঙে খনবা নত্রগা ঐঙোনদগী অহেনবা লৈতে হাযনা খম্বা। হাযবদি মশাগী থাক খংদবা।
- অমগী অফবা থবকপু অমনা থগৎপিদবা, মমল থম্বিদবা
- মশাগি ইবৈলৈজদনা অলৈবা মীগি অকেঅমৌ পামজবা অমসুং মতৌ তমবগী হোৎনজবা।
- মশাগী অশোইবা মেন্খৎপগী মতাংদা কনাগুমবগী পাওতাক লৌনিংদবা
- খাংবা কনদবা, অহৈঅশিংবু মতিক চাবা মমল পিবিদবা।

ইশাগী চৎনবিগী ব্রাংমদা লৈবিবা অতৈ ফুরুপকী কাংবুগসু চৎনতিন্নদুনা বুদ্ধিলৌশিং আব্রাৎপা শরুক যাবিনবা ফৈ। মরুপ মপাংগা তিন্নবগা, ব্রাবী শানবগা জ্ঞান শানদোক্কদবা মতাংদা ঙম শানগদবা মীওই যেংনা তিন্নগদবা। হিংবদা চংঙিবা মচাকশিং অসিদা মরু ওইবিবসি শ্বর মবাং কাযনা হোনবনি। যুম অমগী মীহুৎ থোং মরাং কায়না ফাৎপশিসু নুংশিৎ নুংশা চংনা শ্বর হোম্বা নুঙাইনবনি। করিগুম্বদা মীহুৎ থোংদা অপুম অশাগী মনম নত্রগা তিনকাং চঙকতনবা থোঙ থিংজিন্নে। তিনকাং চঙকপা ঙমদনবা কনাগুম্বনা থোংবা অমসুং মীহুৎ থোংদা নেট শিজিনৈ। মদু চেকশিনবগী খুদমনি। মরুপ মপাং তিন্নবদসু অদুমনা চেকশিনবা ফৈ। চেকশিলহৌদবা মরম্না লান্না থাঙবা খোঙফম অদু হন্‌জিল্লকপা ঙমদদুনা মঙান লৈজব্রবা নহারোল কযাতা য়ানিংদা য়ানিংদা ফীরেপ মাঙখিবা কয়াতা থেংনরে। অসি ঐখোয়গী ইজাতিগী মহাম তাবনি।

হিরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-৪

সনাচাওবী অঙাং ওইরিঙৈদগী লুচান্না হৌরকপা। চাবা থকপা ৱাৎতবা ইমুংগী মচা নুপীনী। মপা মচা মচিন মনাওশিংনা লুনা তৌনৈ। অমসুং নুপী অমত্তা যাউবনিনা মাকপু মযাম পুম্নমকনা থাজবা লৈ। ইমুং মনুং পুনমক্কী মথক্তা মাক্কীসু থাজবা লৈ। খুন লৈকাইগী থবক থনা পুম্নমক মাক ইচিংতা চিথদে। ইমুং মনুংগী মী মযামসু মমিংতা লাইরকি লাইশু উবাঙাক ওইবনা ওন্নাতৈনবা কাবন চৎপা মীৎযেং থমদে। অফবা মীৎযেংদা যেংবা হৈনৈ। অদুনা চৎথোক খোৎথোকপদা অপম্বা ওইদে। স্কুল কলেজ কাবদা অমসুং মকপ মপাংগা তিনন্নবা মখোযগী মতেং ফংঙি। নোংমদি মবুপ মপাং মযাম অথাপ্পা মফমদা কোইবগী চৎলম্মী। হবাও তযাম্না নোক খেবগী ক্ষেনবাম অদুবু নিংশিংবগী খুদম ওইনা ফটো কযা কাপখি। অসুম তিন্না খোৎনবগী মনুংদা শামু কৌবা অমগা যাম্না হেন্না নকশিন্নবগী খুদোং চাবা অমদা থম্মোযদা থুক লাউখিবা অমা ফাওবকখি। শামুদি মীতৈ মচা নৎলমদে বাঙালী মচানি। মাক্কদি লৌন নৈনবসু ওইথোকতে। অমবোমদনা মজাতিবু নুংশিজবা খুন লৈকাইবু নুংশিবজবা ফাওবা নুপীচানি। সনাচাওবীগী তত্তপ তত্তপ যেংবা, মওং শাওং উবদা শামুনা শহবগী কফি হাউস, অপিকপা মফমদা ফমদুনা ৱাবী শাদুনা মতম লেম্বা হৈনবী ওইনা তৌবকখি। শামুনা সনাচাওবীবু তাঞ্জা চাবা অমা যেংলগা হাযবম্মী - নঙগা যাম্না লুববা ৱাবী অমা শাদবা যাদে। সনাচাওবী নঙ ঐখোযগী ফ্ল্যাটতা লাকতবা যাদে হাযনা লৌনম তৌদুনা হাযবম্মী। সনাচাওবী যাম্না যুন্না খস্থবগা চৎফম থোকতে খন্না চৎখিদে। মবম অদুনা শামু ৱাবৌখি অমসুং মকপ মপাং কাইনখি। সনাচাওবী কবি তৌগদবা মখা তাথবা ঙমখিদে। অমুকসু খল্লকখি অসুক কুইনা মকতনা তিনবকখিবা মরুপ মপিজা কাইনবা হাইবদু থোকহ্লবোইবে। কাইনবগী মহুত্তা শামুগী মযুমদা চৎনা চমথোকনবগা ৱাবী শাদুনা যেংঙুগে খন্না চৎতুনা ফংননা নুঙাযতবা পুনমক লিদুনা খংহল্লী, তাহল্লি। সনাচাওবীনা শামুদা খংনিংদুনা হংখি- কবিগিনো নঙনা ঐঙোন্দা লাকউ হাযনা হাযবদি - শামুনা খুদক্তা খংহৌদনা সনাচাওবীবু তপ্না তপ্না কোনশিনখি, চুপখি, অদুদগী তপ্না তপ্না নানথবিখি। ইকাই নুংশি যানখিদুনা মমাই ইচপমুক ঙাংখি অমসুং তুমিন্না হল্লকখি, সনাচাওবী অতৈ অমুক শামুগা উনগে খনখিদে। শামুসু হান্নত্তম লাকখিদ্রে। মতম খবনি হৌখিবা মতুংদা নোংমা সনাচাওবীগি মোবাইলদা ফাওবকখি অদুবু থাংগৎখিদে। শামু অতৈ ফোন ফাওবকখিদ্রে। সনাচাওবীসু থৌদোক অদুগী তুকৎচবনে, কাওখোকপা তম্মে। সনাচাওবী শামুনা অদুম হাযনা তৌবক্কনি হাযবা থাজবমদে। নোংমদি অমুক সনাচাওবীবু মতোমতা ফংনক্ববা মতমদা শামুনা মখুৎ পাইনা হেকতা চিংবোই ফাবোই তৌই। শামুনা মাক্কী পকেট খাউদগী ফটো মযাম পুথোবকতুনা উহল্লী নঙনা কবিতম্বদা যানিংদবা ফোংদোকপা তাববসু নঙগী খুন লৈকাইদা ফটো মযামসি উহনগনি। সনাচাওবী ঙাকচানখি, কবিনো তৌবিবসে উবিবা ফটো মযামসি খুন লৈকাইদা উনবা তাবদি অতৈ মখা তানিঙাই, হাযনিঙাই লৈতে। হাযনিঙাই লৈরোইদবা লঙজক্কবগী থবক অসিনা খংনা খংনা শামুগী তুং ইনখি । মযাং ইমুংগী মীশিং, মবি মতানসু সনাচাওবীবুসু ফনা লৌখিদে। শাগৈ নাতৈ যোন্না, থাদোকতুনা লাকপা মীবুদি কবম্বা মীনা ফনা খনগনি। মযাংনসু ফনা খনখিদে - মীতৈনসু খনখিদে। মাইকৈ অনিগী অকাবা ওইখিদে। সনাচাওবী মাস্টার্সনি। সবকাবগী থবক অমসু মতিক চানা তৌবিবনি। মযাং মচা শামু সংস্থা অমদা থবক তৌই। লাইবিক লাইত্তদসু চাং তাবা মযাং নিপামনি।

হীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-৫

চাওবা খুল্লক্কী মচানি। যাম্না চাওনা থবক পাইরি। শহরসিদা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী অমদা তলব চাওনা চাবি। ছুটিদা খুল্লকতা চৎলি অহল লমন মমা মপা যেংবগীতমক। হৌজিকতি নুপী অঙাং পুখৎতুনা শহরদা লৈবে। অহল লমন লৈখিদ্রে। খুল্লকতসু চৎদ্রে। খুল্লকতা কনাসু লৈত্রবনিনা চৎলুনসু নুঙাইনিঙাই লৈতবা মবমনা চৎতবনি। চাওবা হৌজিক হান্নগুম নত্রে শহরদা মচু তানা হিংবা হৈনখ্রে। খুল্লক লৈবকতা কয়া চৎত্রবা কৌবনিনা অঙাংশিংসু মশাবু মযাং মচাবা হায়না মশানা খম্বা হৈনগৎলকলে। মীতৈরোল ঙাংবা খোইরে। মীতৈগী চৎনবী খংদ্রে। মচা নুপী অহুমসি মীতৈবোললনা ঙাংনবদা ভাব তানবগী য়াসি খনবিরুব্বনু। কনাগুম্বনা মীতৈনি হায়না মীতৈবোললনা ঙাঙুবা তাবসু হন্দোকনা তাকপা তাববা অদুগী থাকতনি লৈবিসে। মশানা মখোয়সি মীতৈনি হায়বদা ইকায়বা পোকলবা মশাবু মশানা লোৎচবদা য়াজববনি। লুহোং খোংদোংবা মতিক চাববা লাইবিক লাইসুদসু য়াত্রবা অদুবু মীতৈ মচা কনাঅমত্তনা মখোয়বু খংবসু লৈত্রে। শিংথাবসু শিংথানদে। মবমদি মীতৈগী ওইবা কুমৈ ফিওং, চাকচাহৈজানবদা যাওদবা কৌবনিনা কনানসু মখোইবু খংবিদে। মপা ইবুঙো চাওবা মকোক শারে। থাজ যোনজবা যাববা মতমসিদা কনাগুম্বনা নিংশিংলদবা অমসুং মাকনসু নাপন তৌজকব্বা, পুনমকনা অহোয়না মকোক শাবে। অসোমদনা থবক (চাকুবী) লোইশিল্লকলে, এলপিআর যোশিল্লকলে। অসুম খল্লুরগা শহবগী মনাক নক্লা লৈবা মীতৈ তাবা পাড়া অমদা ভাড়া লৈবগী য়াখল খল্লকলে। মতম কুইনা মীতৈ চৎনবোলগী য়াংমদা মযাং মতৌ তম্নতা লৈবকলবা অঙাংশিং অদু মীতৈগী চৎনবি অদু চুশিম্বা ঙমলমদে। মীতৈবোল ঙাংলে নোকনিংবা, মখোয়না তৌবিবা মওংসিংদু লোইনা তাইওন্নবা পুম্নিমদা হিংলুবনি হায়বদু মতম লোযবগা জ্ঞান তাবকখি।

হৌজিকতি মতমসি মতম্মনি। কম্পিউটার শিজিন্নবা হৈবা অঙাংশিং মবাং কাই। যুমদা ফম ফমনা ওয়েব সাইড-তা মালেম শিন্না মরি থমনবা যাই। কবিনো কম্পিউটারসিনা যাদ্রিবা থবকসি। ইযাতা যাই। ওয়েব সাইডতা থোকলিবা ফেসবুকনা চিংবা শিজন্নবগী খুদোং চাবা পিবিবা অসি অখণ্ড অহৈগী মফমদসু য়াফমসি জ্ঞানমেন তাহন্দ্রি। কম্পিউটার শিজিন্নরিবা মীওইদুনা ফনা খংহৈবে হায়না শিজিন্নবা তাবসু মফম খরদি অদুমক করিনো অমদি ইশেং শেংদবা মরম লৈবা তৌনা তৌই। কম্পিউটার আপলোড তৌবগী মতাংদা কনাগুম্বনা খুৎলোইবা য়াৎপদগী অহৈবা মীওই অমবু পাসওয়ার্ড শিজন্নবগী অযাবা পিথোকলুবা মখাদা ওইরকখিবা তাইওন্নবা কয়া - শেমজিন শাজিন্দুনা ওনথোক ওনশিন তৌদুনা অহ্নোকনা অৱাবা থেংনবা যাওনরে। মরম অমনা মোবাইল ফোন শিজিন্নবা নিপীচাশিংনা মোবাইল শিজিন্নরিবা মওং অসি চিংনদবা ঙম্বগী য়াফম লৈতে। য়াম্না তিংনা ইচম চম্না খম্বকপগী মরম উদে। হেক পাইখৎলুবদা নুংশি নুংশি হায়না নোংমা কাইদনা হায়শিল্লকলবদা করি তৌনিঙাই লৈ। সীম ওনথোক্লেমকঙাই। থম্মোইদি ওহ্নোকপা হেক য়াগদবা মান্দে। মোবাইলগী হ্যালো হ্যালোদুদগী পুক্লিং চরাংনবা থোকনখিবা য়াম্না য়াউনরে। চেকশিম্বা ফৈ। ইমুংগী অহনশিংনা শিজিন্নরিবা ফোন অমদা যারিমখৈ অদুমক পুন্না শিজিন্নবা ফৈ। য়াফম অমনা কুমৈ ফিওংমা থোকলদি কুৎ য়োৎথবগা ঙাওশিন্নবগী চৎনবী অসিসু থাদোকনবা ফৈ (কুৎ য়োৎথবা য়ু থকপা)। অঙম অথৌ, অচৌ অশাং, নিংথৌ, নিংথৌ মচাশিংনা শিজিন্নবা জীব সঞ্জিবনী ওইবা কুৎ য়োৎথবী (য়ু থকপা) অসি চৎনরিবনি। অহ্নোকনা লেম্না, শেন চংনা থক চানরিবা অসিবু মীচম ঐখোয়না ঙম্নবা চিনজাক অসিবু লুখ্রাবী মমাংদা, মীগী

য়েনখা-যেংখুন, ব্রাবক-উবকতা নমথিত্রবা অদুবু চবমদা যোৎথবগা ঐমক ঙাইবে খল্লিবা মখোযগীতমক নুঙাইবিদে। সমাজপু মখোযগী য়ুথক চকচানা চাং হন্থহল্লি, মসিসু সমাজতা তৌনদবনা ফৈ।

মীতৈশিংনা হিংবদা থেংনেরিবা অপনবা ময়াম

চহি ৫/৬ সিগী মনুংদা অমসুং মমাংদা সমাজপু নুংশিজবা মজাতিবু সেবা তৌগনী ব্রাখলদা চোংথোকনবকখিবা সংস্থা কযা উবা ফংঙি। চাননা অথিননা, অককনবা মশিং হাযবা ঙমদ্রবসু লৈবক খুদিং, খুঙ্গং খুদিংদা পিকপা চাওবা সংস্থা কযা লিঙখৎনবী। ব্রাবেপ ব্রাশক লৌদুনা অফবা থবক পাইখৎকনি অসিঙাকনি। তৌথোবকপদি ব্রাকাই ওইবা, খুন লৈকাই হেকতমক মহি লাংনৈ। পনবা যাবা ব্রাফম অমনা সমাজকীনি হাযনা শুনবিবা সংগঠনশিংদা খত্থেকপা চম্বা সংগঠন অমা/অনিদি মবম চুম্না থবক পাযখৎপা অমদি শুবা থেংনৈ। তৌইগুমসুং লিতাং চুম্বা হাযবদুদি ওইদ্রিমানে হাযনা খল্লি। শুবিবা অমসুং পাযখৎলিবা থবকসিং অদুসু খুদকত্তা পাইবক্কী ওইবা তৌদবা যাদবা থবক খরা শুবগা হেকতমক পোৎথানৈ। হৌজিকসিদা কুপনা যেংশিনবদফাউ শোইগে তৌনবিবা মতমসিদা খোংথাং শোইবা থবকসিংদা কবিনো ওইগদবা? মবম চাদনা পাইখৎপা থবকসিংনা পাংথোক্কনি হাযবসি যামনা ব্রানা থোকপা ব্রাফমনি। সংগঠনসিংনা সমাজকী, ইজাতিগী থবক পাইখৎপা মতমদা যাম্না চেকশিনবিবা দবকাব তাবনি। থবক অমবু মচু তানা পাইখৎকে খন্না শুবিগদবা ওইববদি মরম অদুবু মচা তনা খাইদোকপিবগা অহান অকোন নাইনা, পাথাপ নাইনা পাংথোকতনদি মাই পাকপগী ব্রা লৈতে। পাথাপ নাইনা পাইখৎতবা থবকসিংনা অমসুং মবম অদুবু শেংনা খংদবা হাইবসি কৈদৌনুংদসু মওং তাবগী ব্রা লৈতে। মবম অদুনা পাইখৎকদবা থবক অদু কবি ওইফম থোকই অমসুং তুংদা কবি ওইবকপা যাই পুম্নমক নৈনবগা চাওখৎ খোংথাংগী লম্বীদা কুমথবনা হেন্না হেন্না অফবা পুবক্কনি হাযবসে থাজবা থম্মি। মলেমসিদা লৈজবিবা পিকলা পিকলবা ফুকপসিং অঙোকপা লক্রি অমদা হিংনবিবনি। হিংলি হাযনা হিংলিবা অমসুং লেনশিন্নবা হিংনবিবনি। মীতৈশিংসু হান্না ঐখোযনা উবম্বা মওং অমত্তা লৈনবকত্রবনি। মাইকৈ পুনমকতগী নমহৎপগী শায়ুম অমনা নমথবকপা দৌনা তৌরবনি। মীতৈশিংনা মশা ফন্না হিংবা ঙমজদবা অসিগী মবম অসি চওবাপনা উবদা ঐখোযগী মনুংদা অমগা অমগা মেন তানদবা, উংখৎনবা, পন্খৈ তানবা, নমফুদা লোইশিনবা অসি মবম অমা ওইহনবা যাই। মবম অমনা মাপানগা থেংনবা ঙমদবা, নত্রগা চানচুননা ঙাকখোকপা ঙমদবা অমসুং মখোযগী খুদোং চাবা লৌবা ঙমদবা ওইবা য়াই হাযনা খল্লি। মক ওইনদি- ঐখোযগী মনুংদা নিঙাই তানদুনা মশা মশানা থোকপা চাওবী তানবা অসিনি। মীপুম খুদিংনা মশাবু চাওযি হাযনা খন্নরবদি অসি সমাজকী ওইনা ব্রাবগী মওংনি। অসিবু কনানা বিচাব শাবিনি। অসিগী মতাংদা পঙ্গনিংবা ব্রাহৈ খরদং মখাদা থাংগৎচবি ঃ

- অনৌবা ধর্মদা লুপচবা কাংবুশিংগী নমফু শাফু অমনা লাকশিন্নবা হোৎনবকপা/সমাজতা অকাযবা পুবকপা।
- লাই হাকতকতগী লেংদনা চৎথবকলিবা হৌনা লীচৎ নোংমা নোংমগী মযাই চমথরকলি অমসুং মশাগী ওইবা ফিরেপ নাইরকতবা।
- সংগঠনশিংনা পাইখৎলিবা থবকশিং অমগা অমগা তুশিন্নবা যাদবা অমসুং মমল পিনদবা।

- মতিকচাবা লুচিংবা থোকলকতবা অমসুং মশাগী থৌদাং মশক খংদবা।
- মচিন মরৈদি নানবা তৌথোবকপদি তাযোন্নবা ।
- লৈপাক রাযেল (বাজনীতি) খংবগী চাং রাৎপা।
- অনৌবা লুচিংবা থোকনবকতবা।
- শেনজা থুমজা নোংমা নোংমগী রাথবকপা।
- অনৌবা শুবোনসিং মহৈ মশিং থবক তম্বগীদমক শহব পাংনখিবা খুল্লকতা নহাবোল লৈনদবা অমসুং খুল্লকী থৌদোক রাথোকতা ফিবেপ তাবা ঙমনদবা।
- খুল্লকতা নহাবোল লৈনদবা নাক যেৎতা তাবিবা অতৈ অতৈশিংনা উশিৎ থৌওইদনা তৌনবকপা অমসুং অকনবা শিংনবকপা যাউনবকপা।
- চৎনবিগী রাংমদা লৈপাক ফালুনা অযাবা পিশন্দুনা মীতৈগা হাওগা/নিংথেম মচাগা লেমনাইগা লুহোং খোংদোংবগী অযাবা যাথং পিথোকপা। মযাঙ অমসুং অতোপ্পা ফুরুপ অমদা মযুম পানখিবা নিঙোলগা মবি থমনবা।
- সমাজকী লুচিং মৈবা ওইবিবা সংস্থানশিংনা তুংদা কবি ওইবক্কনি খন্থবিদবা।
- পনজখিবা মবম খিবিকশিং অসি পংহাই হাইশিম্বা ওইরবসু মবম খবদি অচুম্বা যাওবিবনি। হাইদোকপদা থৌগলোন কাইখিদুনা মবম অদুবু অর্থ চেলহনদবদি খংদে। মসি সমাজ অসিদা খোঙ-তোন যোমশিল্লকলবনি। মসিদগী কবি হাযনা কোকপা যাগনি হাযবদি অমুক্ত খন্থদুনা যেংশি।

- **হৌজিক্কি মীৎয়েংদা Recommendation খরা**
- খুন্নাই অসিবু চাওখৎ খোংথাংদা পুখৎপগীদমক ওইথোকপা যাবা মওংদা খবনি মনুংদা পাংথোকপা যাবা পাথাপ অমা পাইখৎপা অমনা চহি অমা/অনি চংনা শুবগা পাংথোকপা যাগদবা থবক তোঙান তোঙান খাইদোকলগা পাইখৎনবা হোৎনবা।
- সংগঠন অমনা মবিক চুম্না শুজবিবা থবক অদো সংগঠন অমনসু থবক অদু শিংনবগী মওংদা পাইদবা ফৈ। পাইখৎকদবা থবকশিং ফজনা যাথোকপিবগা শুবিবা।
- লুচিংবিগদবা মীওই খবদি পাইখৎকদবা চাওখৎ খোংথাং অদুগী হীবমদা অখং অহৈ খবগা তান্না তিন্নদুনা পাবা খবা লৌনা খুৎ লোইনবা হোৎনবনা চুম্মী। লাইবিক যাম্না হৈবঙাকনা ওইনি হাইবা লৈতে মবম অদুবু শুগাইনা খংবা মী অমনা ইবাই লাইনা পাংথোকপা ঙমগল্লী। থবক অমা পাংথোকপা হীবম অদুগী প্যাবা লৌনা তম্মুবা মীওই অদুগা পাবা যাউদবা অদুগা শুকমান মান্নবোই।
- সমাজকী থবক শুমিন্নবিবা লুচিংবশিংগা রাখল, পুখল, লিংজেল মান্ননা চাওখৎ খোংথাংগী থবক খুদিংদা শরুক যামিন্নবা।
- ইপা ইপুশিংনা থম্বীবমলিবা হৌন লীচৎ অসিবু অতৈসু মথৌ হাপ্পিনবা মযাম চংনা অপুম্বা য়ুফম অমা লিংখৎপা। মসিবু কবি হায়না ঙাকপা যাই হাইবগী রাখল্লোন পুথোকপিবা।
- শেনজা থুমজা ফগৎহন্নবা সংগঠনশিংনা কবম্বা প্রোজেক্ট পাইখৎপা যাই হাযবসু য়েংশিনবা।

- মীতৈগী খুল্লকশিং শমজেৎ মযা অতেকপগুম ওইবিবা অসি কবম্না শেমগৎ শাগৎপা যাগদবা যেংশিনবিবা।
- সবকাবগী থোংদা সমাজকী অৱাৎ অপা থাংগৎনবা অকম্বা মীহুৎ অমা শেমদুনা থাগৎনবা হোৎনবা।
- বাংলাদেশতা পোকচবা মীতৈ মচা অমা ওইনা পোংনা হিংবা যাবগী মওংদা লৈপাক অসিগী থৌবমশিং বাজনীতিগী ইচেল খুদিংদা শক্কক যানবা হোৎনবা অমসুং সমাজকী কান্নবা শককশিং রাজনীতিগী মীৎযেংদা পুশিন্নবা হোৎনবা।
- অনৌবা *লুচিংবা নহারোল* মতিক চাবা কাংবুশিংগী মনুংদা পুরকনবা হোৎনবিবা। হৌজিক্কি অনৌবা শুবোনতনা মখাতানা লুচিংবগী থবক অসি পাইববা মতমদা ফিবেপ অমা পুবকপা ঙমলবা যাই হাযনা থাজবা থম্মি।

বাংলাদেশকী মণিপুরী খুন্নাযদা হৌজিক-হৌজিক চযেৎননা লৈবিবা প্রবলেম কাযদংসিদগী মাইপাকনা থোক্লকপগিদমক থমজবিবা ৱাফম কযাদংসিনা আরোইবা নত্তে। চাউখৎ খোঙথাংগীদমক থৱাইচংনা লুচিংবিবিবা মাযচৌ- কযাদংদসু মাযোক্লবিবা প্রবলেমশিংসিগী ওভাবকাম তৌবগী মবম কযাদং শোযদনা লৈবিবমগনি। খুন্নাইগী ওইবা ৱাফমসিদা অপুনবা ফিৱেপ অমদা তৌফম থোকপা থৌদাং কযাদং চৎথবদা অপনবা লৈবোই হাইবা অচেৎপা থাজবা থমজবগা লোযননা লোইশিনজবি।

লেখক পরিচিতি



লক্ষীকান্ত সিংহ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার গঙ্গানগর গ্রামে ১৯৬৮ সালের ২১শে আগস্ট একটি সাধারণ মণিপুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রী গোলাপচাঁন সিংহ এবং মাতা শ্রীমতি রূপকন্যা দেবীর ৩ ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি ভান্ডারীগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। পরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে ১৯৯৬ সালে সম্মানসহ মাস্টার্স ডিগ্রী সমাপ্ত করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন দৈনিকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করলেও পরে চাকুরী জীবনে এসে তা আব অব্যাহত রাখতে পারেন নি। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করার পর ২০০৩ সালে এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (একডো) নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তাছাড়া তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড ফয়সল আহমেদের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরীদের উপর *State of the Rural Manipuris in Bangladesh* শিরোনামে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রথম একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিগত ২০০৫ সাল থেকে তিনি তার পবিচালিত বেসবকাবী প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে *Annual Review of Ethnic Affairs* শিরোনামে একটি জার্নালেব নির্বাহী সম্পাদকেব দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জার্নালটি ISSN প্রাপ্ত হযে একটি আন্তর্জাতিক জার্নাল হিসেবে প্রতিবছব ৯ই আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে নিযমিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি তার পেশাগত কাজে এবং মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষযে প্রশিক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে নেপাল, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করেছেন। তিনি বর্তমানে বিভিন্ন সুশীল সমাজেব সংগঠনেব সাথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং তাব স্ত্রী শিবানী একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। বিবাহিত জীবনে তিনি শৈলী, শ্রাবণী এবং শ্রেযা নামে তিন কন্যা সন্তানেব গর্বিত পিতা।

অইবা শক তাকপা

বাংলাদেশকী মৌলভীবাজাব জেলাগী কমলগঞ্জ উপজেলাগী মনুংচনবা গঙ্গানগব খুঙ্গংদা থৌনাওজম লক্ষীকান্ত ১৯৬৮ খ্রিঃ গী আগস্ট তাং ২১ দা পোকপনি। থৌনাওজম শ্রীযুক্ত গোলাপচাঁন সিংহ মাক্কী মপাবুংনি। শ্রীমতি রূপকন্যা দেবী নাওকোনবী মমানি। নিপা অহুমগী মনুংদা মাকনা অহননি। মচন নুপী অমত্তনি। ভান্ডাবীগাঁও সবকারী প্রাইমারী স্কুলদা লাইবিক তম্বা হৌখি। মতুংদা বাংলাদেশকী চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিদগী ১৯৯৬ খ্রিঃ দা *Public Administration Department* দগী অনার্স য়াওনা মাস্টার্স লোইখি। ইবা খোৎপা হৈনবী অমদি লৈরম্মী অদুবু খুৎ লোইনা হোৎনখিদে। *NGO* সংস্থান কয়াদা থবক যাওকই মখাদদি মশামকনা হোৎনদুনা প্রোজেক্ট কযা লৌথদুনা ২০০৩ দা *Ethnic Community Development Organization (ECDO)* কৌবা *NGO* সংস্থান অমা লিংখৎলি। মহাক হৌজিক সংস্থান অদুগী *Executive Director* ওইনা থবক পুরি। মীতৈগী মথক্তা নৈনদুনা *State of the Rural Manipuris in Bangladesh* কৌবা *Shahjalal University of Science and Technology Sylhet* গী *Social Work Department* গী এসোসিয়েট প্রফেসার ড. ফয়সল আহমেদ কা মাক্কা পুন্না গবেষণা তৌদুনা ফোংখি। অমসুং লাইরিক অদু মীয়ামনা য়ামনা থাগৎনৈ। সংস্থান অসিদা ২০০৫ খ্রিঃ দগী *Annual Review of Ethnic Affairs* কৌবা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অমা মহাকনা চিফ এডিটর ওইনা পুথোকই। জার্নালশিং অসি ISSN ফংবা থাক্তিক্তাকনী। চহি খুদিংগী আগস্টকী তাং ৯দা ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজেনাস ডে গা মবি লৈননা হায়রিবা জার্নালশিং অসি লেপতনা ফোংদুনা লাকই। *International Human Rights* কী মথকতা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অমসুং মরি লৈনবা কোর্স কয়া তৌবগীতমক নেপাল, ভারত অমসুং ইন্দোনেশিয়াদা শরুক য়ারুই। অর্গানাইজেশনগা মরি লৈনবা মীওই মীশক অমা ওইবনিনা সংগঠন অয়াম্বগা খুৎ শমননা থবক কয়াদা শেয়ার তৌমিন্নবা থেংনৈ। য়ুম পানমিনরিবা মাক্কী লোইনবী শিবানীসু *Political Science* তা মাস্টার্সনি। মাকতি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী অমদা অফিসার ওইনা থবক তৌরী। মচা নুপী শৈলী, শ্রাবণী, শ্রেয়া নোক খেনতা লৈবা হৈনবা মতমনি।